শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

সপ্তশতীস্তোত্ররূপা, শ্রীচণ্ডী মঙ্গলার্থিভিঃ।
পাঠ্যা বিনিঃসৃতাযাদৌ, মার্কণ্ডেয় মুখাব্জতঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণীয়া

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

দেবীসূক্ত ও অর্গলাদি স্তোত্র

সমেতা

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে,

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার, বি-এ,

কর্ত্তৃক

অনুবাদিতা ও ফরিদপুর হইতে প্রকাশিতা।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১৩০৩।

উৎসর্গ পত্র।

কবিবর

শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের

করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির

নিদর্শন স্বরূপ

এই শক্তি-সংগীত

উৎসর্গীকৃত হইল।

অনুবাদকেন।

উপক্রমণিকা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী সমগ্র বঙ্গবাসীর পরম আদরের বস্তু। সকল সময়ে, সকল গৃহে পরম ভক্তির সহিত ইহা পঠিত হইয়া থাকে। মহাশক্তির আধার স্বরূপ এই সপ্তশতী স্তোত্র দ্বারা মহাদেবী প্রবোধিতা হইয়া ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার তাপ হরণ করেন, ইহা বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। পদ্যানুবাদ নানাবিধ ছন্দে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা অবিকল অনুবাদ নহে, চণ্ডীর মূল তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া অনুবাদিত হইয়াছে। এই শক্তি-সংগীত পাঠ করিয়া বঙ্গবাসীগণের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ শক্তির উদ্দীপনা হইলে, অনুবাদক তাঁহার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিভূষণ মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

অনুবাদক।

সূচিপত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

অর্গলস্তোত্র।

জয়গো দেবি চামুণ্ডে! জীব তাপহারিণী,
সর্ব্বভূতে অনুস্মৃতা, মহাকাল রূপিণী।
জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী নরমুণ্ড মালিনী,
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী দৈত্যকুল-নাশিনী।
স্বাহা স্বধা বষট্‌কার হোমাগ্নি স্বরূপিণী,
মধুকৈটভ বিধ্বংসী দৈত্যদর্প-ঘাতিনী,
প্রণমি তোমাকে মাতঃ, দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ করশত্রু বিদলিত॥

মহিষাসুর মর্দ্দিনী মনোজ্ঞা মনোমোহিনী,
ধূম্রনেত্র ধ্বজধ্বংসী ধরণীধরধারিণী।
রক্তবীজ রক্তাশনা রৌধিরী রণরঙ্গিনী,
রক্তাধরা রক্তদন্তা রুদ্রাণী রৌদ্র রূপিণী।
চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী চামুণ্ডা চণ্ডী চাপিনী,
চিন্ময়ী চঞ্চলাচার্ব্বী চন্দ্রচূড় চিদ্বাসিনী।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ, দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু বিদলিত॥

নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী ত্রৈলোক্য শুভকারিণী,
প্রসীদ দেবি চামুণ্ডে ধর্ম্ম কামার্থ দায়িনী।
নমস্তে কালিকে চণ্ডি বন্দিতাঙ্ঘ্রি প্রসীদমে,
নমস্তে বরদে দেবি কালি কাত্যায়ণি উমে।
অতসী পুস্পবর্ণাঙ্গি দুর্গতি হারিণি শিবে,
নীরদ রূপিণী নারী নিস্তারিণি ভবার্ণবে।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু পরাহত॥

অচিন্ত্য তোমার রূপ সর্ব্বশত্রু বিনাশিনি,
প্রমদে সুখদে, দেবি মহাপাপ বিমর্দ্দিনি।
যদ্যপি অর্পিতাভক্তি তবার বিন্দ চরণে,
"বিষমে দুর্গমে ঘোরে কাচিন্তা মরণে রণে।"
নত শির সুরগণ, তবরক্তোৎপল পদে,
রক্ষদেবি তবাশ্রিত নিমজ্জি ভব সম্পদে।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহ সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ করশত্রু পরাহত॥

দুস্তর তাপ হারিণি চণ্ডিকে ব্যাধি নাশিনি,
অপর্ণে অম্বিকে অম্বে অযোনি অজিনি যোনি।
নমি তব শ্রীচরণ পূজিছে দেবতাগণে,
সৌভাগ্য আরোগ্য দেহি দেহি সুখ বিশ্বজনে।

কল্যাণি কামদে কালি কম্বুকণ্ঠি কপালিনি,
কামিনি কমলে কেলি কালরাত্রি কাত্যায়ণি।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু পরাহত॥

বিদেহি বিপুল বল বনমালা বিভূষিণি,
বাসন্তি বামাক্ষি বাণি ব্যোমকেশ বিনোদিনি!
সুরাসুর শিরোরত্ন দলিত চরণাম্বুজে,
প্রদেহি সকল কাম শতাক্ষি শঙ্কর প্রিয়ে।
বিদ্যা দেহি যশো দেহি ধন দেহি ধনেশ্বরি,
ধর্ম্মার্থ কাম প্রদেহি দেহি শুভ শুভঙ্করি।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু পরাহত॥

দোর্দণ্ড দর্পিত দৈত্য দিতি দনুজ দলিনি,
দাক্ষায়ণি দিগ্ বাসা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি।
চতুর্ভুজে চতুর্মুখে সংপূজিতা সনাতনি,
প্রদেহি পরম প্রজ্ঞা প্রজা প্রসব কারিণি।
জনার্দ্দনে জপিতা মাতঃ জগদ্ধাত্রি জগন্ময়ি,
জগত-জীবন জ্যোৎস্না যোগমায়া জ্যোতির্ম্ময়ি।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু পরাহত॥

হিমাদ্রি তনয়া নাথ পূজিতা হৈম রূপিণি,
হরিদ্রা রূপিণি হার্দ্দি হরিণাক্ষি হেমাঙ্গিনি।
পৌলোমী পতি পূজিতা পার্ব্বতী পরমেশ্বরি,
প্রদেহি পণ্ডিত পুত্র সর্ব্ব-জীব-হিতকারী।
ভক্তজন উল্লাসিনি অম্বে আনন্দ দায়িনি,
দেহি মনোরমা ভার্য্যা সর্ব্বলোক হিতৈষিণী।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ দেহি সুখ অবিরত,
বিজয় সৌন্দর্য্য যশঃ কর শত্রু পরাহত॥

কীলকস্তোত্র।

ত্রিবেদীর বুদ্ধি শক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানদায়িনী,
নির্ব্বাণ চরম দ্বার নমঃ শশাঙ্ক ধারিণি।
ভক্তিযোগে জপে যেই এই প্রার্থনা কীলক
লভয়ে সকল কাম সর্ব্ব জ্ঞান বিধায়ক।
তপোগ্র বিবিধ কার্য্য বশীকরণ মারণ,
লভয়ে সকল বিদ্যা মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ।
কি কাজ ঔষধে মন্ত্রে কি কাজ উগ্র সাধনে,
সর্ব্ব ব্যাধি তিরোহিত অত্র কীলকোচ্চারণে॥

মন্ত্রের মহতী শক্তি জানিয়া শঙ্কর,
গুপ্তভাবে রাখিলেন যুগ যুগান্তর।

অবশেষে পুণ্য ফলে মানব নিচয়,
পাইল পরম মন্ত্র শক্তির আলয়।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে,
ভক্তিভাবে এই মন্ত্র সমাহিত চিতে।
যেই নর সদা করে শ্রবণ পঠন,
সর্ব্বসুখ তার শিরে হইবে বর্ষণ॥

মহাদেব বিরচিত কীলক প্রধান,
জপিলে সকল লোক লভে দিব্য জ্ঞান।
সকীলক সপ্তশতী যে করে কীর্ত্তন,
স্বগণ সহিত যায় কৈলাস ভবন।
নিত্য যার গৃহে চণ্ডী হয় সুকীর্ত্তিত,
সর্ব্ববিধ শঙ্কা তার হয় তিরোহিত।
অপমৃত্যু নহে তার হয় কদাচন,
দেহান্তে পরম মুক্তি লভে সেইজন।
অশুদ্ধ অপূর্ণ চণ্ডী যে করে কীর্ত্তন,
ত্রিবিধ পাপেতে তারে করয়ে বেষ্টন।
ভক্তিভাবে মহা স্তোত্র করিলে শ্রবণ,
সর্ব্ববিধ সুখ শ্রোতা পায় সেইক্ষণ॥

স্বপ্ন অগোচর সুখ কীর্ত্তি অগণন,
তোমার প্রসাদে দেবি লভে শ্রোতাগণ।

আনন্দ আরোগ্য সুখ অসীম সৌন্দর্য্য,
ধন জন উচ্চপদ অতুল ঐশ্বর্য্য,
সকল কামনা লভে সেই মহাজন,
বাবংবার চণ্ডী যেই করয়ে জপন।
মন্ত্র বলে মহাদেবী উরি ভক্ত হৃদে,
তোষেণ তাহাব মন নিমজ্জি ভবসম্পদে ॥

কবচ।

দেবী কবচ সুন্দর পয়ারাদি ছন্দে,
হবি-হব-ব্রহ্মগীত মহেশানী বন্দে।
কবচে পূজিতা দেবী মহিষ মর্দ্দিনী,
যেই রূপে দৈত্য বংশ নাশিলা ভবানী।
পাঠকরি নিম্নধ্যান চিন্তিলে শঙ্করী,
সকল সম্পদে লোক হয় অধিকারী ॥

ধ্যান।

রক্ত উৎপল পদ,
রক্তজবা সুশোভিত,
সিংহপৃষ্ঠে শোভে।

তাহে নূপুর জড়িত,
মধুকর গুঞ্জরিত,
মকরন্দ লোভে॥

পদনখে রক্ত আভা,
যেন অরুণের বিভা,
ধবল গগনে।

দেহ ভারে অবনত,
বঙ্কিম অঙ্গুলী যত,
উন্নত চরণে॥

নীল নলিনী কান্তি,
রূপেতে জগত ভ্রান্তি,
শশাঙ্কধারিণী।

রক্ত বাস পরিহিতা,
সর্ব্বাভরণে ভূষিতা,
মদন-মোহিনী॥

কিবা নিতম্ব উন্নত,
রত্নকাঞ্চী সুশোভিত,
পীন-পয়োধর।

পূর্ণায়ত ত্রিলোচন,
যেন দীপ্ত হুতাশন,
সর্ব্ব মনোহর॥

মদনের চাপ চারু,
আকর্ণ বিশ্রান্ত ভুরু,
নয়ন উপরে।

কিরীটী কুন্তল পরে,
যেন ইন্দ্র চাপ ধরে,
নব জলধরে॥

প্রসারিত দীর্ঘ করে,
শূলাস্ত্র কৃপাণ ধরে,
নানা প্রহরণ।

রাখিতে ধর্ম্মের প্রাণ,
চারি করে করে দান,
অভয় মরণ॥

নীল নলিনী, দানব দলনী,
লম্বিত নাগিনী কেশ।

পীন-পয়োধরা, ব্যাদিত অধরা,
দিক অম্বর বেশ॥
সমরে রঙ্গিনী, ভাম নাদিনী,
কালী কপালিনী মায়া।
দীপ্ত ত্রিলোচনী, শশাঙ্ক ধারিণী,
শিব শঙ্কর জায়া॥
ব্যোম কিরীটিনী, নীরদ রূপিনী,
কামার্থ দায়িনী উমা।
ত্রিতাপ হারিণী, জগত তারিণী,
বিশ্ব বিমোহিনী রমা॥

শতানীক উবাচ।

যেই গুহ্য মহামন্ত্র সর্ব্ব রক্ষাকর,
যাহার শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।
অনাখ্যাত রূপে যাহা আছে পূর্ব্বাপর,
সেই মন্ত্র পিতামহ করহ কীর্ত্তন॥

ব্রহ্মোবাচ।

গুহ্যতম মহা মন্ত্র সর্ব্ব গুণাকর,
দেবীর কবচ নাম অতি মনোরম।
বিস্তারিয়া মহা মুনে! কহি অতঃপর,
সংযত হৃদয়ে তুমি করহ শ্রবণ॥

প্রথমেতে শৈলসুতা * দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচারিণী,
তৃতীয়ে পূজিতা দেবী চণ্ডঘণ্টা নিনাদিনী।
চতুর্থে কুষ্মাণ্ডানাম স্কন্দজননী পঞ্চমে,
ষষ্ঠে কাত্যায়ণী নাম কালরাত্রী সপ্তমে।
অষ্টমে আরাধ্যা দেবী মহাগৌরী শ্রীবর্দ্ধিনী,
নবমে সিদ্ধিদাত্রী নবদুর্গা স্বরূপিণী ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে অরাতি বেষ্টিত রণে,
বিষমে দুর্গমে ঘোরে ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল জনে।
স্মরিলে তোমার নাম নবনাম নরাভয়ে,
সকল সন্তাপ তার হর দেবী হরপ্রিয়ে।
ভক্তি সহকারে যেবা লয়গো তব শরণ,
সকল বিপদ তার দূরে করে পলায়ন।
মাতৃ রূপে মহাদেবী কর বিশ্বে বিচরণ,
ধার্ম্মিকগণের গতি তুমি দুষ্টের দমন ॥

প্রেতগণ পরিব্যাপ্ত চামুণ্ডা রূপধারিণী,
মহিষ সংরূঢ়া দেবী বারাহী রণ রঙ্গিনী।
ঐন্দ্রী ঐরাবতা রূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা,
নারসিংহী মহেশ্বর্য্যা শিবদূতী বিবাসনা।

---

* দুর্গার যে নয়টী নাম কবচে লিখিত হইল, পরিচায়ক চিহ্ন স্বরূপে তন্নিম্নে সরল রেখা অঙ্কিত হইল।

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা,
ইন্দীবরাসনা লক্ষ্মী বিশালাক্ষ্মী বরাঙ্গনা।
ঈশ্বরী বৃষবাহনা আগুল্‌ফ কেশ লম্বিতা,
মরাল বাহনা ব্রাহ্মী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা।
ইত্যাদি মাতৃকারূপা ত্বংহি বিশ্ব-বিনোদিনী,
সংহর সন্তাপ বিশ্বে ভক্তক্লেশ-বিনাশিনি।
তোমার রূপে'র ধ্যান হবিহর বিরচিত,
হৃদয়ে চিন্তিলে নিত্য হয় তাপ বিদূরিত॥

সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হৃদ্যবাস পরিহিতা,
মণিমুক্তা রত্নজালে বরাঙ্গ পরিশোভিতা।
দুকূলালঙ্কারহারে মণিমুক্তা বিজড়িত,
শুক্তিমুক্তা গজমুক্তা শ্রেষ্ঠ বৈদূর্য্য ভাষিত।
নীলকান্ত পদ্মরাগ মরকত অগণন,
শোভিছে কিরীট পরে কিবা দৃশ্য অনুপম।
শঙ্খচক্র গদা শক্তি শূলখেটক তোমর,
শোভিছে সুদীর্ঘ করে যেন কাল ভয়ঙ্কর।
নেহারি মাতার মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত ভীষণ,
ত্রাসিত দানবদল আনন্দিত সুরগণ॥

প্রণমি তোমাকে, জগৎপালিকে,
মহাভয় বিনাশিনি।

মহতি বিক্রমে, শাস ধরাধামে,
মহা রৌদ্র স্বরূপিণি ॥
ত্রাহিমাং শঙ্করি,* বিপদে উদ্ধারি,
রক্ষা কর দীনে উমে।
রক্ষ পূর্ব্বে অরি, ঐন্দ্রী রূপ ধরি,
মহেন্দ্রাণি প্রসীদমে ॥
রক্ষ অগ্নি কোণ, রূপে হুতাশন
দক্ষিণে বারাহী ভীমা।
ভব ভয়ে ভীত, রক্ষ মা নৈঋত,
খড়গধারিণী বামা ॥
বারুণী পশ্চিমে, বায়ু বায়ু কোণে,
রক্ষ মা নগনন্দিনি।
উত্তরে কৌবেরী, রক্ষ মা শঙ্করি,
ঈশানে শূলধারিণী ॥
ঊরধে ব্রহ্মাণী, রক্ষ সনাতনি,
অধেঃ বৈষ্ণবী মায়া।
রক্ষ মা শ্মশানে, সমর প্রাঙ্গণে,
অসিত-বরণ-কায়া ॥

---

*কবচে অধিষ্ঠাত্রী দেবীশক্তির পরিচয়ের জন্য তন্নিম্নে সরল রেখা অঙ্কিত হইল।

আপন বিক্রমে, রক্ষ মা অধমে,
আবরি কবচ দশ দিশ।
শব আরোহণা চামুণ্ডা ভীষণা,
নাশ সংসার বিষম বিষ ॥
অগ্রভাগে জয়া, পৃষ্ঠেতে বিজয়া,
অজিতা সুন্দরী মম বামে।
দ্যোতিনী কেশেতে, উমা মস্তকেতে,
অপরাজিতা স্থিতা দক্ষিণে।
•ললাট আবরি, রূপে মালাধরী,
ভুরু রক্ষ রূপে যশস্বিনী।
নয়ন উপরে, চিত্র নেত্রাকারে,
উর মাগো ত্রিতাপহারিণি ॥
যম ঘণ্টা বেশে, রক্ষ উভপাশে,
রক্ষ অধমে তব ত্রিশূলে।
ভ্রুমধ্যে ত্রিনেত্রা, প্রভায় অজিতা,
পার কর বিপদ সলিলে ॥
নয়নে শঙ্খিনী, জ্ঞান বিধায়িনী,
শ্রবণদ্বয়ে দ্বারবাসিনী।
কপালে কালিকা, নৃমুণ্ড মালিকা,
কর্ণমূলে শঙ্কর মোহিনী ॥

ওষ্ঠেতে চর্চ্চিকা, সুগন্ধা নাসিকা,
অমৃত বালা মম বদনে।
বাগীশা রসনে, কৌমারী দশনে,
তিষ্ঠগো চণ্ডিকা কণ্ঠাসনে॥
মহামায়াবেশে, তিষ্ঠ তালু দেশে,
কামাক্ষীবেশে চিবুকাসনে।
সরব মঙ্গলা, মোহিনী অমলা,
রক্ষরঙ্গিনী মম বচনে॥
ভদ্রকালী বেশে, উরগ্রীবাদেশে,
মম পৃষ্ঠে তুমি ধনুর্দ্ধরী।
উগ্র নীলগ্রীবা, বহিঃ কণ্ঠ শোভা,
কণ্ঠনালীতে নলকূবরী॥
স্কন্ধেতে খড়্গিনী, রণে উন্মাদিনী,
বাহুদেশেতে বজ্রধারিণী।
হস্তেতে দণ্ডিনী, দন্তিকা রূপিণী,
রক্ষ অঙ্গুলী চম্পাক বরণী॥
নখে সুরেশ্বরী, কুক্ষে নরেশ্বরী,
স্তনে মনঃশোক বিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা, মূরতি মমতা,
রক্ষ উদর শূলধারিণী!

কামিনীর রূপে, তিষ্ঠ নাভি কূপে,
গুহ্যেশ্বরী রূপে গুহ্যাসনা।
ভগবতী বেশে, রক্ষ কটীদেশে,
উরুদ্বয় রক্ষ মেঘবাহনা॥
জঙ্ঘে মহাবলা, ত্রিনেত্র উজ্জ্বলা,
জানুদেশে মাধব-নায়িকা।
নারসিংহী বেশে, রক্ষ গুল্‌ফদেশে,
পাদপৃষ্ঠদেশেতে কৌশিকা॥
শ্রীরূপে পদাঙ্গুলী, নখেদংষ্ট্রা করালী,
পাদতলে পাতালবাসিনী।
রোমকূপে কৌমারী, ত্বকে যোগেশ্বরী,
কেশ পাশে ঊর্দ্ধ স্থকেশিনী॥
রক্ষ মা পার্ব্বতী, রক্ত মজ্জা অস্থি,
রক্ষ মম মাংসবসা শঙ্করী।
কালরাত্রীরূপে, রক্ষ অন্ত্রকোপে,
রক্ষ পিত্ত মুকুট ঈশ্বরী॥
পদ্মাবতী বেশে, রক্ষ পদ্মকোষে,
মম কক্ষ রক্ষ চূড়ামণী।
জ্বালামুখী বালা, রক্ষ নখজ্বালা,
সর্ব্ব সন্ধি অভেদ্যা রমণী॥

রক্ষ শুক্র মম, শক্তি অনুপম,
সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রহ্মাণী রূপিণী।
রক্ষ মম ছায়া, অনিত্য এ মায়া,
ছত্রেশ্বরী রূপে কাত্যায়ণী॥
মম অহঙ্কার, মন বুদ্ধি আর,
রক্ষ মাতা ধরমধারিণী।
প্রাণাপান ব্যান, উদান সমান,
রক্ষ দেবি কল্যাণ শোভিনী॥
গন্ধ স্পর্শ রস, শব্দ আর রূপ
পঞ্চভূত রক্ষমা যোগিনী।
প্রকৃতির গুণ, সত্ত রজ স্তম,
গুণত্রয় রক্ষ নারায়ণী॥
দীর্ঘ আয়ু মম, সুখ অনুপম,
রক্ষ দেবি বারাহী সুন্দরী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, দুর্ল্লভ নির্ব্বাণ,
রক্ষ দেবি পর্ব্বত কুমারী॥
যশঃকীর্ত্তি লক্ষ্মী মম, সুখানন্দ নিরুপম,
রক্ষ মাগো বৈষ্ণবী রূপিণী।
গোমেষাদি পশু যত, পুত্র পৌত্র গোষ্ঠী শত,
রক্ষ দেবী চণ্ডিকা ইন্দ্রাণী॥
পুত্র রক্ষ মহালক্ষ্মী, বনিতা রক্ষ ভৈরবী,
ধনেশ্বরী-রক্ষ মম ধন।

কৌমারী রূপেতে আসি, তিষ্ঠগৃহে দিবানিশি,
রক্ষা কর মম কন্যাগণ ॥
সুপথা সুন্দরীরূপে, রক্ষ মোরে শুভপথে,
ধর্ম্ম মার্গে রক্ষ ক্ষেমঙ্করী।
মহালক্ষ্মী নৃপাসনে, বিজয়া সমগ্রস্থানে,
সদা রক্ষ পরমা সুন্দরী ॥
জয়ন্তী রূপেতে মাতঃ, রক্ষ মোরে অবিরত,
যেই স্থান কবচে বর্জ্জিত।
ভক্তিভাবে জপি সদা, কবচ সঙ্গীত সুধা,
সর্ব্বকাম পাইবে সতত ॥
হেরি তব শুদ্ধ মন, তব ভক্তি বিপ্রোত্তম,
গাইলাম কবচ সঙ্গীত।
যেবা শুনে এ রহস্য, পাইবে সকলৈশ্বর্য্য,
হবে প্রাণ প্রেমে পুলকিত ॥
কবচেতে অনাবৃত, না যাইবে এক পদ,
যেবা বাঞ্ছে শুভ আপনার।
এই বর্ম্মে যে আবৃত, কি চৈতন্যে কি নিদ্রিত
শোভে শিরে গৌরব তাহার ॥
জপ কর্ত্তা ভাগ্যবান, যথায় করে প্রস্থান,
সর্ব্বকাম তার ভাগ্যে মিলে।
ধন জন সংবর্দ্ধিত, সংগ্রামে অপরাজিত,
নিমজ্জিত নির্ভয় সলিলে ॥

সংযত হৃদয়ে নিত্য, যে জপে কবচামৃত ;
দেবী গুণ লভে সেই জন।
লভে আয়ু বর্ষ শত, অপমৃত্যু বিবর্জ্জিত,
রোগ শোক না পর্শে কখন ॥
তন্ত্র মন্ত্র অভিচার, বিঘ্ন ভূচর খেচর,
প্রেত ভূত মায়া দানবিনী।
সহজা কুলজা মালা, ব্রহ্মরাক্ষস বেতালা
ব্যোম-চরা ডাকিনী সাঙ্কিনী ॥
কুষ্মণ্ডা ভৈরবী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ,
নানাবিধ বিঘ্ন অত্যাচার।
কবচে আবৃত জনে, হেরি পালায় সঘনে,
যথা জ্যোতি নাশে অন্ধকার ॥
সর্ব্বাগ্রে সংযত মনে, পড়িবে কবচোত্তমে,
পরে চণ্ডী শ্লোক সপ্ত-শত।
নৃপতির মানোন্নতি, ক্রমে ক্রমে তেজোৎপত্তি,
যশঃ কীর্ত্তি অনোর বর্দ্ধিত ॥
যাবত রহিবে ক্ষিতি, শৈলবন জলনিধি,
জপকর্ত্তার নাহিক নিধন।
তার পুত্র বংশাবলী, আনন্দে করিবে কেলি,
সুখে কাল করিবে কর্ত্তন ॥
পার্থিব সমস্ত ফল, লভিবে সে মহাবল,
পাইবে সে দেহান্তে নির্ব্বাণ।

মহামায়া কৃপাগুণে, যাইবে পরম স্থানে,
শিব সম পাইবে সম্মান ॥

অথ দেবী সূক্ত।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী অম্ভৃণ ঋষির বাঙ্‌নাম্নী কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন।

করি বিচরণ, সমগ্র ভূবন,
একাদশ রুদ্ররূপে।
আমি অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য,
ভ্রমি নদা পঞ্চ ভূতে ॥

বিশ্ব দেবাকারে, আমি অবস্থিত,
করি বরুণ ধারণ।
আমি বৈশ্বানর, মিত্র পুরন্দর,
আমি অশ্বিনী নন্দন ॥

সমস্ত জগত, আমাতেই স্থিত,
ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা আমি।
যে মায়া প্রভাবে, বিশ্ব বিনির্ম্মিত,
আমি সে আধার ভূমি ॥

দেব বিঘ্নাশন, সোম রসামৃত,
সাদরে করি ধারণ।

দ্বাদশ আদিত্য, আর্য্যমা পূষাদি,
আমি সবার জীবন ॥

সোম যজ্ঞাসনে, ঘৃতাহুতিদানে,
যে করে দেবতর্পন।
ধন জন পদ, গৌরব সম্পদ,
তারে করি বিতরণ ॥

নিখিল ভুবনে, জগত জীবনে,
আমি পরমা ঈশ্বরী।
মম ভক্ত জনে, উপাসক গণে,
ধনাভিষ্ট ফল বিতরি ॥

যে শক্তি প্রভাবে, দেহধারী সবে,
করে ভোজন দর্শন।
সেই শক্তি রূপে, আমি বিরাজিত,
আমি শকতি কারণ ॥

আত্মার প্রপঞ্চে, সর্ব্ব দেহ ধরি,
বিহারি অনন্ত যোনি।
নিখিল ভুবনে, স্থিত প্রাণীগণে,
জীবন রূপেতে আমি ॥

ভক্তি পূর্ণ মনে বহুবিধ স্থানে,
যেবা করে আরাধনা।
সে সব পূজন, মম পদার্পণ,
তাহা আমারি অর্চ্চনা॥

আমারি লোচনে, হেরে প্রাণীগণ,
ভক্ষে মম শক্তি ধরি।
জীবন ধারণ, কর্ম্ম অগণন,
প্রাণী দেহে আমি করি॥

আমার প্রকৃতি, যেই মূঢ় মতি,
সত্য তত্ত্ব নাহি জানে।
আবর্ত্তে সংসার, ঘুরে অনিবার,
জন্ম মৃত্যু সহি প্রাণে॥

এই বিশ্বধামে, সুরনর গণে,
যেই তত্ত্ব নাহি পায়।
সেই তত্ত্বামৃত, দুর্ল্লভ অদ্ভুত,
বহুশ্রুত বলি তোমায়॥

মম ইচ্ছা বলে, ব্রহ্মপদ মিলে,
বিষ্ণুপদ করি দান।
আমার কৃপায়, লুব্ধ যোগী হয়,
মূর্খ লভে তত্ত্ব জ্ঞান॥

রুদ্র ভয়ঙ্কর, নাশিল ত্রিপুর,
ভীষণ সংগ্রাম করি।
শিবধনু আমি, করিয়া বিস্তার,
বধিলাম দেব অরি॥

সাধুকে উদ্ধার, পাপীকে সংহার,
করি আমি ঘোর রণে।
ওতপ্রোত ভাবে, বিরাজে সতত,
মম সত্ত্বা ত্রিভূবনে॥

স্বষ্টি মূলাধার, বিস্তৃত আকাশ,
করি সতত ধারণ।
পরমাত্মা রূপে, পঞ্চ মহাভূত
আমি করে'ছি স্বজন॥

জগত শাসনে চৈতন্য আকারে,
ব্যপ্ত আমি ত্রিভুবনে।
প্রকৃতি স্বরূপে ধরি চরাচর,
পরমাণু আকর্ষণে॥

নিজ শক্তি বলে, স্বজিয়া জগত,
পালিতেছি অবিরত।
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টিত, মম শক্তি স্থিত,
যেন বাত প্রবাহিত॥

ঐশ্বর্য্য অপার, মহিমা আমার,
পরিপূর্ণ ত্রিভুবন।
অবিদ্যা মালিন্য, স্পর্শেনা আমায়,
আমি নির্লিপ্ত নির্গুণ॥

প্রস্তাবনা।

পুণ্য বদরিকাশ্রমে প্রাচীন ভারতে,
গাইল অমর গীত মার্কণ্ডেয় ঋষি।
দেবীর মাহাত্ম্যগীত গম্ভীর সংগীত,
ধ্বনিল দিগন্তব্যাপি আকাশ পরশি।

দেবীর প্রেমেতে মত্ত মহর্ষি ভাগুরি,
হেরিল অব্যোম স্তম্বে শক্তির বিস্তার।
শুনিল ওঁকার গীত মার্কণ্ডেয় মুখে,
কল্পান্তে অম্বরে যেন প্রণব ঝঙ্কার॥

প্রথম সর্গ।

সুরথোপাখ্যান।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শুন শুন তপোধন অপূর্ব্ব কথন,
যেমনে সাবর্ণি নাম এই চরাচরে।
বিখ্যাত অষ্টম মনু সূরয সন্তান,
লভিলা জনম তার কহি সবিস্তারে॥

যেইরূপে রবিসুত সাবর্ণি বিক্রম,
লভিলা ভব বিভব দেবী কৃপাবলে।
করিলা রাজত্ব সুখে এক মন্বন্তর,
বিস্তারি অমর কীর্ত্তি এ মর মণ্ডলে॥

পুরাকালে চৈত্রবংশে পবিত্র সময়ে,
লভিলা জনম নাম সুরথ ভূপতি।
স্বারোচিষ মন্বন্তরে শাসিলা বিক্রমে,
সসাগরা সপ্তদ্বীপা সুবিস্তীর্ণা ক্ষিতি॥

সদা প্রজা হিতে রত প্রজাগত প্রাণ,
শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন।
করিতেন নিরবধি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা হইত পালন॥

সুরথ রাজত্বকালে কোলা-ধ্বংসকারী
শূকর খাদক ম্লেচ্ছ নরপতি গণ!
শত্রুভাবে দল বদ্ধ হইয়া সকলে,
সুরথ বিরুদ্ধে অস্ত্র করিল ধারণ ॥

অসংখ্য সম্রাট সেনা ভারত প্রান্তরে,
রোধিল যবন যোদ্ধা শার্দ্দূল বিক্রমে।
বিরল সেনানীসহ অজেয় যবন,—
মথিল সুরথ সেনা তুমুল সংগ্রামে ॥

শত্রুগণে অভিভূত সুরথ ভূপতি,
গুপ্তভাবে নিজরাজ্যে করিলা গমন।
জয়লাভে মহোল্লাসে কোলা নৃপগণ
সম্রাটের রাজধানী করিলা বেষ্টন ॥

শত্রু পরাজিত হেরি অমাত্য স্বজন,
ম্লেচ্ছ সঙ্গে যোগ দিল বিরুদ্ধে রাজার।
দুরাত্মা যবন সেনা লুব্ধ মন্ত্রীগণ
সুরথ সর্ব্বস্ব নিল বল ধনাগার ॥

সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হেরি ধীর নৃপবর,
মৃগয়ার ব্যপদেশে করিলা প্রবেশ।
বিজন কানন এক মুনির আশ্রম,
বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ শান্তিময় দেশ ॥

ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে হইলা উপনীত,
মেধস মুনির স্থানে, অহিংসায় রত
প্রবল শ্বাপদকুল ভ্রমে অবিরত,
যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজে সতত ॥

শিষ্যগণে সুবেষ্টিত মহর্ষি মেধস,
সাদরে করিলা পূজা নৃপনরোত্তমে।
হৃষ্টমনে কিছুদিন করিলা যাপন
শান্তিময় পুণ্যধাম মেধস আশ্রমে ॥

এ হেন সুখের স্থানে, সুখ নাহি নৃপ মনে
নিরন্তর বিষাদিত মন।
সুন্দর বিটপী কত, ফল ফুলে অবনত,
ভ্রমে রাজা তথা অণুক্ষণ ॥
তথাপি মনের শান্তি না পায় কখন ॥

মায়াজালে বিজড়িত, অভিমানে হত চিত,
চিতানলে দগধ হৃদয়।
ভাবিতে লাগিল, রায়, বিষাদিত মনকায়,
কি হইবে রাজ্যের উপায়।
আমার অভাবে বুঝি অবসন্ন প্রায় ॥

মম পূর্ব্ব পিতৃগণ, ভুজবলে উপার্জ্জন,
করিল যে সাম্রাজ্য অসীম।

হারা'লাম সেই রাজ্য, নাজানি কেমন কার্য্য,
করে মম অমাত্য প্রাচীন।
অথবা অধর্ম্ম জন্য হইল বিলীন॥

মম মদ হস্তীগণ, মম প্রিয় হয়গণ,
কে তাদের করিবে যতন।
নিদ্রালস্য পরিহরি, কত কষ্ট সহ্য করি,
করিলাম স্নেহেতে পালন।
যতন অভাবে এবে হইবে নিধন॥

মম দারা ভৃত্যগণ, মম অনুগত জন,
মম অন্নে শরীর পালন।
যবন দস্যুর করে, কেমনে জীবন ধরে,
মন মোর সদা উচাটন।
আমার বিরহে বুঝি হইল নিধন॥

আমার সঞ্চিত ধন, বহুকষ্টে উপার্জ্জন,
অর্থ জন্য বহুল প্রয়াস।
ধনাগার ধনে পূর্ণ, ব্যয়াধিক্যে হ'লো চূর্ণ,
নিরন্তর মম মনে ত্রাস।
যবন অমাত্য মিলি করিল বিনাশ॥

এইরূপ চিন্তাকুল সুরথ নরেশ,
হেরিল আশ্রম দ্বারে বৈশ্য একজন।

মলিন বদন হেরি সন্তপ্ত হৃদয়ে,
মধুর বচনে তারে করে সম্ভাষণ ॥

কে তুমি হে মহাভাগ ! কেন আগমন,
গহন কানন মাঝে তাপস ভবনে।
কি কারণে হেরি তব মলিন বদন
কি শোকে সন্তপ্ত তুমি অন্তর দহনে ॥

শুনিয়া অমিয় বাণী আনন্দিত মনে।
বলিতে লাগিল বৈশ্য বিনয় বচনে ॥

বৈশ্য উবাচ।

সমাধি আমার নাম বৈশ্য কুলে জাত,
বহুল সঞ্চিত ধন ছিল মম কোষে।
ধন লোভে লব্ধ মম দারা পুত্র গণ,
তাড়াইয়া দিল মোরে অদৃষ্টের দোষে ॥

হিরণ্য বিহীন হেরি দারা পুত্র গণ,
বিসর্জ্জন দিল মোরে দয়া শূন্য মনে।
সেই রূপ আচরণ সুহৃদ স্বজন,
হেরি পশিলাম আমি গহন কাননে ॥

মেধস মহর্ষি ধাম শান্তি নিকেতন,
তথাপিও দুঃখানলে দহিছে জীবন।

দারা পুত্র স্বজনের কুশল সন্ধান,
অপ্রাপ্তে অস্থির প্রাণ মন উচাটন ॥

কোথায় কি ভাবে আছে মম সুতগণ,
শুভ কার্য্যে রত কিবা অশুভে মগন।
না জানি কেমনে বঞ্চে মম দারাগণ,
অন্তর দহনে আমি দহি অনুক্ষণ ॥

রাজোবাচ।

যে পুত্র বনিতা তোমা করে নির্ব্বাসন।
তার তরে কেন তব মন উচাটন ? ॥

বৈশ্য উবাচ।

সত্য বটে মহাভাগ! তোমার কথন,
নিষ্ঠুরতা নাহি জানে মম ক্ষীণ মন।
কৃতঘ্ন পামর অতি মম পুত্রগণ,
ধন লোভে পিতৃ স্নেহ দিল বিসর্জ্জন।
পাষাণী রমণী মম পতি প্রেম ভুলি,
মমতা বনিতা ধর্ম্মে দিল জলাঞ্জলি।
এ হেন নিষ্ঠুরা ভার্য্যা নির্দ্দয় সন্তান,
কেন যে তাদের জন্য কাঁদে মম প্রাণ।
যাহাদের চক্রে আমি বনে নির্ব্বাসিত,
তাহাদের জন্য কেন কাঁদি অবিরত।

ইহার প্রকৃত তথ্য না পারি বুঝিতে,
মমতার শক্তি কেন না পারি ছাড়িতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এইরূপে দোঁহে করি কথোপকথন,
মেধস মহর্ষি স্থানে করিলা গমন।
ভক্তিভাবে মুনিবরে করিয়া পূজন,
কৃতাঞ্জলি পুটে রাজা বলিলা বচন ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! তব পদে করি নিবেদন,
একটী সংশয় মম করুন মোচন।
মায়াতে বিকল চিত্ত জ্ঞানহীন জন,
অনিত্য বিষয়াশক্ত হয় অকারণ।
জ্ঞানযুক্ত মম মন হয় কি কারণে,
নিরর্থক অনুরক্ত দারা পুত্রগণে।

অসংখ্য স্বজন মম অতুল ঐশ্বর্য্য,
অমাত্য তনয় দারা অসীম সাম্রাজ্য।
সর্ব্বস্ব সংন্যাস করি জ্ঞান যুক্ত মনে,
আসিয়াছি সুখে তব শান্তি নিকেতনে।
তথাপি আমার মন প্রমত্ত বারণ,
অনুক্ষণ ত্যক্তারণ্যে ভ্রমে কি কারণ।

কেবল আমার মন নহে অসংযত,
তব সন্নিধানে এক বৈশ্য সমাগত।
দারা পুত্র ভৃত্যগণ সহিত স্বজন,
করিয়াছে তারে দেব! বনে নির্ব্বাসন।
তথাপি তাদের স্নেহে হইয়া বন্ধন,
করিতেছে অনুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন।
বিবেক বিহীন মন মোহে অভিভূত,
মরীচিকা সম সুখে হয় প্রধাবিত।
জ্ঞানী মন কেন ধায় অসার সংসারে,
দয়া করি মহাভাগ! কহ সবিস্তারে॥

ঋষিরুবাচ।

প্রাণী মাত্রে জ্ঞানশক্তি আছে বিদ্যমান,
নানা বস্তু নানারূপে হয় অনুমান।
প্রকৃতি প্রভাবে কেহ দিবান্ধ স্বভাব,
কাহারও বা রাত্রিকালে দৃষ্টির অভাব॥

সমদর্শী কোন প্রাণী দিবস রজনী,
সর্ব্বকালে দৃষ্টি হীন অন্ধ কোন প্রাণী।
ইহাদেরও জ্ঞান আছে জানিবে নিশ্চয়,
সেই মত জ্ঞান যুক্ত মানব নিচয়॥

আহার বিহার জ্ঞান আছে সম ভাবে,
পশুপক্ষী মৃগগণে যদ্রূপ মানবে।
এজ্ঞান প্রভাবে জ্ঞানী নাহয় কখন,
তদ্রূপ মনুষ্য "জ্ঞানী" নহে কদাচন॥

এবংবিধ জ্ঞান সত্ত্বে বিহঙ্গমগণ,
নিজ ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হয়ে বিস্মরণ।
শস্যকণা চঞ্চুপুটে করিয়া ধারণ,
সাদরে শাবক মুখে করয়ে অর্পণ॥

উপকার লুব্ধনর, মানব প্রধান!
সস্নেহে পালন করে আপন সন্তান।
দারা পুত্রে কিবা কার্য্য হয় সম্পাদন,
নিজ চক্ষে তাহা তুমি করিলা দর্শন।
তথাপি মমতাবর্ত্তে হইয়া পতন,
নিরন্তর হাবু ডুবু খায় জীবগণ॥

মহামায়া জগতের স্থিতির কারণ,
তাঁহার প্রভাবে জীব সংসারে বন্ধন।
অবিরত মায়া মুগ্ধ অবিবেকীগণ,
জন্মমৃত্যু কর্ম্মচক্রে করে আবর্ত্তন॥

অসীম মায়ার শক্তি; এ নহে অদ্ভুত
সামান্য মানব হ'বে মায়া বিমোহিত।

জগত কারণ যিনি প্রভু জনার্দ্দন,
কল্পারম্ভে মায়া তাঁর হরিলা চেতন ॥
অচিন্ত্য বিভবাদেবী ঐশ্বর্য্যশালিনী,
সকল ইন্দ্রিয় যন্ত্রে শক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞানী চিত্ত বলে রমা করিয়া হরণ,
আপন অভেদ্য ডোরে করেন বন্ধন ॥
কে পারে বর্ণিতে তাঁর মহিমা বিভব,
দেবীর হিরণ্য গর্ভে জগত উদ্ভব।
চরাচর বিশ্ব এই ব্রহ্মাণ্ড নিচয়,
তাঁহার অসীম শক্তি দেয় পবিচয় ॥
তাঁহাব প্রসাদে জীব লভয়ে নির্ব্বাণ,
বিদ্যার আধার মাতা পূর্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞান।
মুক্তিরূপা, সনাতনী, সকল ঈশ্বরী,
সংসার-বন্ধন-হেতু, রাজরাজেশ্বরী ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! তবপদে করি নিবেদন,
মহামায়া বলি যাঁরে করিলা কীর্ত্তন।
কে তিনি কেমনে তাঁর হইল জনম,
কি রূপ স্বভাব তাঁর কি কার্য্যে মগন।
এ সব শুনিতে মন হয়েছে কাতর,
সবিস্তারে কহ মোরে ব্রহ্মবিদাংবর ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

মধুকৈটভ বধোপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ।

সৎস্বরূপে অধিষ্ঠিতা পরমা প্রকৃতি,
অনাদি অনন্ত তিনি নিত্যনির্ব্বিকার।
অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁব অচিন্ত্য মূরতি,
শক্তিরূপে তিনি এই জগতে বিস্তার॥

যদিও উৎপত্তি হীন, লোক পরম্পর
কীর্ত্তন করেছে তাঁব জনম কথন।
বহুরূপে সেই কথা কহি অতঃপর,
আমার নিকটে তাহা করহ শ্রবণ॥

সুরগণ কার্য্যসিদ্ধি করিতে যখন,
মহাশক্তি রূপ ধরি হন আবির্ভাব।
উৎপন্না বলিয়ে তাঁকে করয়ে পূজন,
যদিও তাঁহার নাই আদি তিরোভাব॥

কল্পান্তে প্রলয়কালে বিশ্ব চরাচর,
অসীম অতল জলে হ'লে নিমজ্জন।
স্থাপিলেন নিজদেহ বিষ্ণু পরাৎপর,
অনন্ত শয্যায় যোগ নিদ্রায় মগন॥

দুর্জ্জয় অসুরদ্বয় ভীষণ-দর্শন,
অসীম-বিক্রম মধুকৈটভ-উপাধি।
বিষ্ণুকর্ণমল হ'তে লভিয়া জীবন,
গর্জ্জিযা উঠিল যেন উত্তাল জলধি ॥

অসুবেব আক্রমণে ব্রহ্মা-প্রজাপতি,
জীবনেব আশা ছাড়ি সভয অন্তরে।
গভীব নিদ্রায সুপ্ত হেবি বিশ্বগতি,
পশিলেন বিষ্ণুনাভি সবোজ গভীরে।

নাভি শতদলে বসি চিন্তে চতুর্মুখ,
কেমনে বিনষ্ট হবে দুষ্টাসুরদ্বয়।
অচেতন জনার্দ্দন লভি নিদ্রাসুখ,
কি ভাবে ভাঙ্গিব নিদ্রা কবি কি উপায় ॥

প্রকৃতির তমোভাবে প্রভু অচেতন,
বিষ্ণুব বিবাট নেত্রে বিহবে সুন্দবী।
অবস্থিত বিষ্ণুদেহে রোধিতে সৃজন,
নিদ্রারূপে হরিনেত্র নিমীলন করি ॥

মহাশক্তি ইচ্ছা ভিন্ন নাহি অন্য গতি,
উত্তেজিতে বিষ্ণুশক্তি সৃজন কারণ।
এইরূপ চিন্তা করি ব্রহ্মা-প্রজাপতি,
কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে করিলা স্তবন ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্বাহা স্বধা বষট্কার, উদাত্তাদি স্বরাকার,
তুমি মাগো হোমাগ্নিরূপিণী।
প্লুতরূপাবর্ণমালে, নিত্যশক্তি সর্ব্বকালে,
অনুপমা সুধা প্রদায়িনী॥

ব্যঞ্জন গায়ত্রীরূপা, সর্ব্বমন্ত্রে বীজমাতা,
জগন্মাতা জগত ধারিণী।
জগত করি সৃজন, পালিতেছ অনুক্ষণ,
কল্পশেষে সংহারকারিণী॥

তুমি কর্ত্রী তুমি কর্ম্ম, তুমি সৃষ্টি স্থিতি ধর্ম্ম,
তুমি ক্রিয়া সংহারপালনে।
যে কিছু হয়েছে ধার্য্য, সকলি তোমারি কার্য্য,
তব ইচ্ছা নেহারি ভুবনে॥

মুক্তিরূপে নিরবাণ, সাধকে করিল দান,
সংসার মোহিলা নিজরূপে।
তুমি মেধা তুমি স্মৃতি, তুমি রৌদ্রাসুর শক্তি
ব্রহ্মাণ্ড ডুবালে অহং কূপে॥

বিকাশিয়া গুণত্রয়, সৃজিলা বিশ্বনিচয়,
সাম্যরাত্রি প্রলয়ের কালে।

তুমি মৃত্যু বিস্মরণ, তুমি নিদ্রা অচেতন,
তমোভাবে গ্রাসিলা সকলে ॥

লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা, অসীম ঐশ্বর্য্য পূর্ণা,
লজ্জারূপা প্রমদা বদনে।
তুমি লজ্জা তুমি পুষ্টি, জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি তুষ্টি,
শান্তি ক্ষমা যোগীজন মনে ॥

নানা অস্ত্রে সুশোভন, মহা ভীষণ দর্শন,
শঙ্খ চক্র নয়ন রঞ্জন।
খড়গ শূল বাণ গদা, ভুষণ্ডী পরিঘ সদা
শরাসন বরাঙ্গ ভূষণ ॥

সুন্দরী মানসহরা, মোহিনী সুন্দরীপরা,
তুমি মাগো অসীম সুন্দরী।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, পূজে তব শ্রীচরণ,
পরাৎপরা পরমা ঈশ্বরী ॥

কালের অখিল ধামে, ভূতভাবি বর্ত্তমানে,
নানাবিধ বস্তুর সৃজন।
সকলি তব বিস্তার, নাহি স্থান উপমার,
কেমনে রূপ করিব কীর্ত্তন ॥

সৃজন পালন লয়, যাহার নিমিষে হয়,
হেন পিতা জগত কারণ।

তব মন্ত্রে মুগ্ধ মন, নিদ্রাবশে অচেতন,
তব গুণ কে করে বর্ণন ॥

স্বয়ং বিষ্ণু পশুপতি, আমি ব্রহ্মা প্রজাপতি,
তব গর্ভে হয়েছি উদ্ভব।
অসীম মাতার ঋণ, কেমনে করিব ক্ষীণ,
মাতৃগুণ কেমনে বর্ণিব ॥

এইরূপে প্রজাপতি, করিলা বিস্তর স্তুতি,
ভক্তিভাবে করে নিবেদন।
দুর্জ্জয় অসুরদ্বয়, বিষ্ণুতেজে তেজোময়,
কর গো মা দোঁহার নিধন ॥

সম্বর ভীষণ মায়া, নিদ্রারূপ তমোছায়া.
কর দেবি! বিষ্ণু প্রবোধন।
বিনাশি অসুর দ্বয়, কর বিষ্ণু তেজোময়,
বিষ্ণুবীর্য্য সৃজনে যোজন ॥

ঋষিরুবাচ।

এবম্বিধ স্তবে তুষ্টা তামসী প্রকৃতি,
প্রবোধন করিলেন বিষ্ণু জগৎপতি।
দুর্জ্জয় অসুরদ্বয় নিধন কারণ,
করিলেন উন্মোচন নিদ্রা আবরণ ॥

ত্যজি রঙ্গে কুরঙ্গিনী কমল নয়ন,
বিষ্ণুর বদন মধ্যে করিলা গমন।
নাসাবাহু মনোবক্ষ করি বিচরণ,
স্বয়ম্ভূর দৃষ্টিপথে দিলা দরশন॥

যেথা একীভূতার্ণবে ভুজঙ্গ শয়ন,
বিরাজেন জনার্দ্দন নিদ্রা অচেতন।
অনন্ত শায়িত জল দিগন্ত প্রসার,
উর্দ্ধে অধশ্চতুর্দ্দিকে অসীম আঁধার॥

তথায় পশিল শক্তি মায়া বিশ্লেষণ,
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন প্রভু জনার্দ্দন।
গর্জ্জিয়া উঠিল দ্বয় অসুর দুর্জ্জন,
ভক্ষিতে বিধিকে যায় ব্যাদিতবদন॥

রক্ষিতে বিধিকে তবে জগতকারণ,
ভীষণ অসুর সাতে আরম্ভিলা রণ।
বাহুমাত্র প্রহরণ ধরি পরাৎপর,
যুঝিলা অসুরে পঞ্চ সহস্র বৎসর॥

বাহুবলে উল্লাসিত মায়া বিমোহিত,
কহিলা কেশবে তরে অসুর গর্ব্বিত।
হইলাম তুষ্ট দোঁহে তোমার সংগ্রামে,
যাহা ইচ্ছা মাগো বর আমাদের স্থানে॥

ভগবানুবাচ।

যদি তুষ্ট হয়ে থাক করিয়া সংগ্রাম,
প্রফুল্ল হৃদয়ে তবে কর বরদান।
মম হস্তে হবে তব নিধন সাধন,
যুদ্ধস্থানে অন্য বর কিবা প্রয়োজন॥

ঋষিরুবাচ।

জলমগ্ন সর্ব্বস্থান করি বিলোকন,
সদর্পে অসুরদ্বয় বলিল বচন।
জলশূন্য স্থান যদি পাও কদাচন,
তথায় দোঁহার বধ কর সম্পাদন॥

শঙ্খ-চক্র-গদাধারী প্রভু জগৎপতি,
"তাহাই হইবে" বলি দিলেন সম্মতি।
অসুরের মুণ্ডদ্বয় রাখি উরূপরি,
চক্রাঘাতে শিরশ্ছেদ করিলেন হরি॥

এইরূপে একবার মায়ার প্রভাব,
ব্রহ্মা স্তবে তুষ্টা হয়ে হন আবির্ভাব।
তাঁহার প্রভাব পুনঃ করিব কীর্ত্তন,
পবিত্র হৃদয়ে রাজা করহ শ্রবণ॥

ইতি মধুকৈটভ বধঃ॥

তৃতীয় সর্গ।

অথ মহিষাসুর বধোপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ।

পুরাকালে যবে ইন্দ্রনাম পুরন্দর,
পালিলা অমর রাজ্য দিক্‌পাল দলে।
দুর্জ্জয় মহিষ নাম অসুর ঈশ্বর,
শাসিলা অসুর দলে নিজ ভুজবলে॥

দেবাসুরে শতবর্ষ হইল সমর,
পরাজিত দেব সেনা বিষম বিবাদে।
উল্লাসে মহিষাসুর মহা ধনুর্দ্ধর,
আসীন হইল দর্পে পুরন্দর পদে॥

পরাজিত দেবগণ অগ্রে পদ্মযোনি,
ত্যজিয়া অমরাবতী বিষাদিত মনে।
উতরিলা যথা স্থিত বিষ্ণু শূলপাণি,
নিবেদিলা নিজ দুঃখ বিনয় বচনে॥

ত্রিদশের দশা দেব করহ শ্রবণ,
সূর্য্যাগ্নি অনিল যম তুমুল সংগ্রামে।
চন্দ্রমা বরুণ যম দেব সেনাগণ,
পরাজিত স্বর্গ ভ্রষ্ট মহিষ বিক্রমে॥

দেবতার অধিকার অমর ভবন,
কাড়িয়া ল'য়েছে দস্যু নিজ করতলে।
নিরাশ্রয় দেবগণ ভ্রমে অনুক্ষণ,
সামান্য নরের ন্যায় অবনীমণ্ডলে॥

দেবতার দুরদশা জগতের পতি,
কহিলাম তব পদে সব বিবরণ।
চিন্তা কর চিন্তামণি দেবতার গতি,
কেমনে বিষম শত্রু হইবে নিধন॥

শুনিয়া অমর মুখে বিষম কথন,
জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধে কেশব শঙ্কর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের ভ্রুকুটী বদন,
উদ্‌গারিল তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥

শক্রাদি অমরগণ দেহ অভ্যন্তর,
শিখাপূর্ণ তেজোরাশি হইল নির্গত।
উরধে মিশিল অগ্নি পূরি দিগন্তর,
জ্বলিতে লাগিল যেন জ্বলন্ত পর্ব্বত॥

সর্ব্বদেব শরীরজ জ্বলন্ত আলোক,
বিরাট রমণীরূপে হ'লো পরিণত।
অতুল্য প্রভায় পূর্ণ হইল ত্রিলোক,
সুন্দরীর দেহপ্রভা মোহিল জগত॥

শৈব তেজ বিরচিলা মুখ সুধাকর,
যাম্য তেজ কেশ রাশি আগুল্‌ফ লম্বিত।
চান্দ্রতেজ বিনির্ম্মিলা পীন পয়োধর,
রচিলা বৈষ্ণব তেজ বাহু সুললিত॥

শক্র তেজ ক্ষীণ কটি উরু জলপতি,
মেদিনী গঠিলা সুখে নিতম্ব পীবর।
নির্ম্মিলা চরণযুগ ব্রহ্মা প্রজাপতি,
রচিলা চরণাঙ্গুলী দেব প্রভাকর॥

অষ্ট বসু করাঙ্গুলী চম্পক বরণ,
ধনপতি তেজে হইল নাসিকা উদার।
দক্ষাদি রচিলা দন্ত শুনহ রাজন্‌!
প্রবালে জড়িত যেন মুকুতার হার॥

রচিলা নয়নত্রয় দীপ্ত বিভাবসু,
নির্ম্মিলা শ্রবণপুট দেব প্রভঞ্জন।
সান্ধ্য রাগ সুচিত্রিলা ইন্দ্রচাপ ভুরু,
গঠিলা অন্যান্য অঙ্গ অন্য দেবগণ॥

মহিষ মর্দ্দিত এবে ক্ষুণ্ণ দেবগণ,
সর্ব্বদেব তেজোৎপন্না রমণী প্রধান।
নেহারি আনন্দে সবে হইল মগন,
ভাবিল অসুরহস্তে পাবে পরিত্রাণ॥

শূল হইতে শূলাস্ত্র করি নিষ্ক্রমণ,
শক্তি হস্তে সমর্পিলা দেব মহেশ্বর।
ঐ রূপে চক্র দিলা প্রভু জনার্দ্দন,
শঙ্খ পাশ প্রদানিলা জল দলেশ্বর॥

হুতাশন দিলা শক্তি, ভীম প্রভঞ্জন
সমর্পিলা শরাসন তুণ পূর্ণ শর।
ঐরাবত বজ্র ঘণ্টা করি নিষ্ক্রমণ,
সাজাইলা দেবী অঙ্গ দেব পুরন্দর॥

কাল দণ্ড সমুৎপন্ন মৃত্যু প্রহরণ,
প্রদানিলা দেবীহস্তে যম ভয়ঙ্কর।
দক্ষ দিলা অক্ষমালা জপের কারণ
ব্রহ্মা দিলা কমণ্ডলু সৃজন আধার॥

উচ্ছ্বাসিত স্বীয় রশ্মি সহস্র কিরণ,
দেবী রোম কূপমধ্যে যত্নে নিমজ্জিল।
দুর্জ্জয় অসুর কুল নিধন কারণ,
মহাকাল দিলা খড়্গ চর্ম্ম নিরমল॥

নানাবিধ আভরণ খচিত রতনে,
দেবী অঙ্গে পরাইলা ক্ষীর রত্নাকর।
মুকুট মস্তকোপরি স্থাপিলা যতনে,
দোলাইলা গলে হার সহস্র নহর॥

দেবী অঙ্গ আবরিল ক্ষীরোদ সাগর,
সুনীল রতন প্রভা অজর অম্বরে।
স্থাপিলা ললাট দেশে অর্দ্ধ সুধাকর,
নিরমল কুণ্ডল শ্রবণ বিবরে॥

প্রকোষ্ঠে বলয় দিলা সুবর্ণ নির্ম্মিত,
বাহুদেশে পরাইলা রতন কেয়ূর।
অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় মণি বিজড়িত,
চরণে বাজিল স্বর্ণ মধুর নূপুর॥

বিশ্বকর্ম্মা সমর্পিলা সুধার কুঠার,
নানাবিধ প্রহরণ নিধন কারণ।
জলনিধি দিলা বক্ষে পঙ্কজিনী হার,
করিলা অম্লান পদ্ম মস্তকে স্থাপন॥

হিমবান্ দিলা সিংহ দেবীর বাহন,
বিবিধ রতন কত অতি মনোহর,
উত্তেজিতে রণরঙ্গে অলকা-রমণ,
সুরাপূর্ণ পানপাত্র দিলা উপহার॥

পৃথিবীর শেষাসন সর্ব্ব নাগাধিপ,
প্রদানিলা শেষহার মণি বিভূষণ;
আর আর দেবতার বিবিধ আয়ুধ,
আরোপিলা দেবীদেহে ভক্তি নিদর্শন॥

ঘন ঘন অট্টহাস দেবীর বদনে,
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ব্যাদিত বিবরে।
হইল তুমুল শব্দ গগন প্রাঙ্গণে,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে॥

সহস্র অশনিপাত ভীম গরজনে,
বসুধা কাঁপিল আর জলধি নাচিল।
বিদারে পর্ব্বত যেন ভীম প্রহরণে,
বিকম্পিত ত্রিভুবন জগত মোহিল॥

দেবী কার্য্যে সুরগণ আনন্দিত মন,
"জয় সিংহারূঢ়া" বলি করিল স্তবন।
ভকতি বিনম্রদেহে যত মুনিগণ,
কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী করিলা অর্চ্চন॥

ত্রৈলোক্য মোহিত স্তব্ধ হেরি অমরারি,
আরম্ভিলা ভীমতেজে সমর সাজন।
সাজাইল সেনাগণ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরি
প্রস্তুত হইল সবে সংগ্রাম কারণ॥

মহিষ অধীর কোপে হেরিয়া অদ্ভুত,
"আঃ কি হইল" বলি বিষম বিক্রমে।
অসংখ্য অসুর সৈন্য হইয়া বেষ্টিত,
দেবী শব্দ লক্ষ্য করি ধাইল গগনে॥

সভয়ে হেরিল বীর শক্তি সমুদ্ভবা,
স্পর্শিয়াছে নভঃস্থল কিরীট শিখর।
পদভরে অবনতা কম্পিতা বসুধা,
ত্রিলোক ব্যাপিত কান্তি পূর্ণ চরাচর॥

সুদীর্ঘ সহস্রবাহু ব্যাপ্ত দিগন্তর,
করস্থিত ঘন ঘন ধনুর্জ্যা নিস্বনে।
সংক্ষুব্ধ পাতাল পৃথ্বী অতল ভূধর,
কম্পিত অসুর দল দেবীর গর্জ্জনে॥

দেবীসঙ্গে অতঃপর বিষম বিক্রমে,
অমরারি সেনাগণ আরম্ভিলা রণ।
দেব্যাসুর পরিত্যক্ত বহু প্রহরণে,
আবরিল দিগম্বর সূরয কিরণ॥

মহিষের সেনাপতি চিক্ষুর বিক্রম,
চামর অপরাসুর চতুরঙ্গদলে।
মহাদেবী চতুর্দ্দিক করিয়া বেষ্টন,
আরম্ভিল ভীম রণ উত্তেজিত বলে॥

বিরূপাক্ষ সমযোদ্ধা উদগ্র অসুর,
ষষ্টি সহস্র রথে হইয়া বেষ্টিত।
কোটি রথে পরিবৃত হনু ধনুর্ধর,
যুঝিতে লাগিল দর্পে রণে উত্তেজিত॥

অসিলোমা মহাসুর পঞ্চকোটি রথে,
বাসকল ধনুর্দ্ধর মহাকাল সম।
ষষ্টিলক্ষ মহারথ আপনার সাথে,
রণরঙ্গে যোগ দিল ভীষণ বিক্রম ॥

রথ অশ্ব পঞ্চকোটি সহস্র কুঞ্জর,
বেষ্টিত পরিবারিত ধাইল সংগ্রামে।
পঞ্চলক্ষ সেনাসহ বিড়ালাক্ষাসুর,
দশ সহস্র মহারথে ধাইল বিক্রমে ॥

অন্য অন্য মহাসুর তুরগ কুঞ্জর,
অনেক স্যন্দন সহ যুঝিলা ভীষণ।
রোধিলা দেবীর পথ মহিষ অসুর,
হয় গজরথাবৃত না হয় গণন ॥

খড়্গ শক্তি ভিন্দিপাল তোমর মুষল,
পরশু পট্টীশ অস্ত্র নানা প্রহরণ।
সাজাইয়া বীরবপু মহাসুর দল,
করিল দেবীর সঙ্গে সমর ভীষণ ॥

রুদ্র তেজে তেজোময় অমরারিদল,
দেবীপ্রতি শক্তি পাশ করিলা ক্ষেপণ।
কোন কোন মহাসুর বিক্রমে প্রবল,
খড়্গ দ্বারা দেবী অঙ্গ করিলা ঘাতন ॥

দেবারি নিক্ষিপ্ত শর অবলীলাক্রমে,
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন দেবী পরাৎপরা।
দেবীহস্ত ক্ষিপ্তশর অতুল বিক্রমে,
বিন্ধিল অসুর যেন শ্রাবণের ধারা॥

অসুর সমরে দেবী অম্লান বদনা,
বর্ষিল অশনি সম তীক্ষ্ণ প্রহরণ।
দেবতা মহর্ষিগণ উল্লাসিত মনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী করিলা স্তবন॥

গহন কানন যবে দগ্ধে হুতাশন,
সহস্র উন্নত শিখা নাশে তরুবর।
তেমতি ক্রোধিত সিংহ দেবীর বাহন,
মথিল অসুরদল উন্নত কেশর॥

অম্বিকা নিশ্বাস বায়ু ভীম প্রভঞ্জন,
বহিতে লাগিল যেন প্রলয়ের কাল।
বিনিঃসৃত প্রাণবায়ু করিলা সৃজন,
অসংখ্য প্রমথ সেনা বিক্রমে বিশাল॥

দেবীশক্তি সমুদ্ভব অসংখ্য প্রমথ,
পরশু পট্টীশ করে অসিভিন্দিপাল।
আরম্ভিলা মহারণ ভীষণ অদ্ভুত,
মথিলা অসুর সেনা বর্ষি শরজাল॥

সেই যুদ্ধ মহোৎসবে দেবী সেনাগণ,
অসুর নিধন করি আনন্দিত মনে।
পটহ মৃদঙ্গ শঙ্খ করিলা বাদন,
পূরিল গগন ঘন গম্ভীর নিস্বনে ॥

অতঃপর মহাদেবী ভীষণ বিক্রমে,
শত শত মহাসুর করিলা নিধন।
গদা শক্তি শূল খড়্গ তীক্ষ্ণ প্রহরণে,
বধিলা অনেক সেনা না হয় গণন ॥

দেবী করস্থিত ঘণ্টা গম্ভীর নিঃস্বনে,
জ্ঞান শক্তি হারাইল বহু সৈনাগণ।
বান্ধিয়া কাহাকে দেবী অভেদ্য বন্ধনে,
বাহুবলে দিগন্তরে করিলা ক্ষেপণ ॥

অনেক দ্বিখণ্ড হ'লো দেবী খড়গাঘাতে,
ভীম গদাঘাতে কেহ হইল মর্দ্দিত।
করিল বমন রক্ত মুষল আঘাতে,
কাহারও বা শূলাঘাতে বক্ষ বিদারিত ॥

অস্ত্রাঘাতে অসুরের বহু সেনাপতি,
প্রাণ বিসর্জ্জন দিল সমর প্রাঙ্গণে।
কাহারও বা বাহু গ্রীবা মস্তক সারথি
কাটিয়া পাড়িলা দেবী ভীষণ ঘাতনে ॥

জঙ্ঘাদেশ হীন কত অসুর ভীষণ,
সশব্দে পড়িল যেন তুঙ্গ তরুবর।
খড়্গাঘাতে মহাদেবী করিলা ঘাতন,
কাহারও বা এক চক্ষু চরণ অধর॥

ভীষণ সমরক্ষেত্র রুধিরে প্লাবিত
অসুরের আর্ত্তনাদ কোদণ্ড টঙ্কার।
দেবী মুখে হুহুঙ্কার ধ্বনি অবিরত,
মূর্ত্তিমান কাল যেন নাশে চরাচর॥

ছিন্ন শিরাসুরগণ কবন্ধ আকারে,
ভীম দর্পে দাণ্ডাইল মহাবণ স্থানে।
আবন্তিল কেহ যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র করে,
নাচিতে লাগিল কেহ রণ বাদ্য তানে॥

নাচিল কবন্ধ মাতি নিস্কন্ধ তাণ্ডবে,
খড়্গ শক্তি ঋষ্টি হস্তে বিকট দর্শন।
মাতিল কবন্ধ অতি বিষম আহবে,
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি", দেবী করে সম্ভাষণ॥

পতিত দ্বিরদ রথে অশ্বাসুরগণে,
অগম্য হইল সেই সমর প্রাঙ্গণ।
হয় হস্তী অসুরের শোণিত শ্রাবণে,
বহিল সহস্র ধারে নদী প্রস্রবণ॥

যথা দীপ্ত হুতাশন নিমিষে নয়ন,
ভস্মে পরিণত করে তৃণ দারুগণ।
তেমতি মহতী শক্তি অমর যোজন,
মহিষের সেনাগণ করিলা নিধন॥

দেবীর বাহন সেই কেশরী প্রধান,
ভীষণ গর্জ্জন করি উন্নত কেশর।
আতঙ্গিয়া অসুরের মুমূর্ষু পরাণ,
ভ্রমিতে লাগিল যেন কাল ভয়ঙ্কর॥

প্রমথের বীরদর্প অসুর বিনাশ,
নেহারি আনন্দে মগ্ন যত দেবগণ।
ত্রিদিব বাদিত্র শব্দে পূরিল আকাশ,
ঘন ঘন পুষ্পাসার হইল বর্ষণ॥

ইতি মহিষাসুর সৈন্য বধঃ।

ঋষিরুবাচ।

সমস্ত নিধন হেরি, চিক্ষুর অমর অরি,
অধীর হইয়া ক্রোধে আরম্ভিলা রণ।
যথা বর্ষে মেঘনীর, প্লাবিয়া পর্ব্বত শির,
দেবীশিরোপরি করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেবী উল্লাসিত মনে, সংহারিলা অস্ত্রগণে,
তীক্ষ্ণবাণ বরিষণে করিলা নিধন।

বহুল অসুরদল, বাণে বিদ্ধ হীনবল,
অনেক সারথি অশ্ব হইল পতন ॥

চিক্ষুরের শরাসন, রথধ্বজ অগণন,
দেবী অস্ত্রে বিকর্ত্তন ভূতলে পড়িল।
বাণে বিদ্ধ দেব-অরি, রথ অশ্ব পরিহরি,
খড়্গ চর্ম্ম করে ধরি দেবী আক্রমিল ॥

তীক্ষ্ণধার খড়্গে বীর, প্রহারি কেশরি শির,
দেবী বাম করে তীব্র করিল ঘাতন।
খড়্গাঘাত ব্যর্থ হেরি, আরক্ত লোচন করি,
শূল-অস্ত্র মুষ্টে ধরি করিলা ক্ষেপণ ॥

অম্বরে উঠিল শূল, ত্রাসিয়া অমর কুল,
জ্বলিতে লাগিল যেন মধ্যাহ্ন তপন।
শূল অস্ত্র সমাগত, হেরি ভদ্রকালী প্রীত,
নিজ হস্তস্থিত শূল করিলা ক্ষেপণ ॥

দেবীশূল ভয়ঙ্কর, যেন কৃতান্ত সোদর,
মরণ মূরতি ধরি গগন ভেদিল।
বিচূর্ণ করিল শূল, অমরারি ভয়াকুল,
শতধা চিক্ষুর দেহ ভূতলে পাড়িল ॥

মহিষের সেনাপতি, চিক্ষুর প্রধান রথী,
অম্বিকার মহা অস্ত্রে হইল পতন।
চামর ত্রিদশার্দ্দন, করি গজে আরোহণ,
ভীম শক্তি দেবী প্রতি করিলা ক্ষেপণ॥

হেরি শক্তি অভ্যাগত, হুহুঙ্কারে প্রতিহত,
নিষ্প্রভ করিয়া দেবী পাড়িলা ভূতলে।
শক্তি হত হেরি বীর, ক্রোধে হইল অধীর,
নিক্ষেপিলা শূল অস্ত্র ভীম ভুজবলে॥

ভীষণ অশনি সম, বর্ষি দেবীশরগণ,
শত খণ্ডে বিনাশিলা শূল প্রহরণ।
ভীম লম্ফে পশুরাজ, আক্রমিলা গজরাজ,
আরোহিলা গজকুম্ভে ব্যাদিত বদন॥

চামর কেশরী সনে, অতুল্য দোঁহে বিক্রমে,
আরম্ভিল বাহুযুদ্ধ অদ্ভুত দর্শন।
হাতা হাতি পরস্পর, তুল্য শক্তি দোঁহাকার,
হস্তী হ'তে ভূমিতলে হইল পতন॥

মুষ্টাঘাত পদাঘাত, নিদারুণ দন্তাঘাত,
হইল উভয় মধ্যে না হয় বর্ণন।
ঊর্দ্ধ লম্ফে সিংহবর, প্রহারি বিষম কর,
চামর অসুর শির করিলা ছেদন॥

চামর মরণ হেরি, উদগ্র অমর অরি,
ভীম তেজে দেবী সঙ্গে আরম্ভিলা রণ।
শিলা বৃক্ষ উৎপাটন, করি অজস্র বর্ষণ,
করিলেন উগ্রচণ্ডা উদগ্রে নিধন॥

করাল কৃতান্ত * সম, আরম্ভিলে মহারণ,
দন্ত মুষ্টিঘাতে দেবী করিলা নিধন।
ক্রোধভরে মহাদেবী, যেমন মধ্যাহ্ন রবি,
গদাঘাতে উদ্ধতের লইলা জীবন॥

সুশাণিত ভিন্দি পালে, বিন্ধিলা দেবী বাস্কলে,
তাম্রান্ধক বিচূর্ণিত বাণ প্রহরণে।
উগ্রবীর্য্য মহাহনু, উগ্রাস্য ছাড়িল তনু,
কাল মূর্ত্তি অম্বিকার ত্রিশূল ঘাতনে॥

বিড়াল অসুর মুণ্ড, খড়্গাঘাতে করি খণ্ড,
ভূমিতলে পাড়িলেন নৃমুণ্ডমালিনী।
দুর্দ্ধর দুর্মুখাসুর, মহারণে মহাক্রুর,
পাঠাইলা যমপুর সংহার-রূপিণী॥

স্বসৈন্য নিহত হেরি, মহিষ অমর অরি,
মহিষ আকার ধরি আরম্ভিল রণ।

---

* অসুর সেনাপতি।

তুণ্ডে খুরে অগণন, মথিল প্রমথগণ,
বধিল অনেক করি লাঙ্গুল তাড়ন ॥

তুঙ্গ শৃঙ্গে বিদারিত, ভীমনাদে মহাভীত,
নিশ্বাস পতনে কত ছাড়িল জীবন।
বিনাশি প্রমথগণ, ভীম বীর্য্যে উদ্দীপন,
বধিতে দেবীবাহন করিল উদ্যম ॥

নেহারি অসুর কার্য্য প্রমথ পতন,
ক্রোধে পূর্ণা মহাদেবী আরক্ত নয়ন।
দেখিয়া দেবীর ক্রোধ জ্বলিল অসুর,
বিদারে বসুধা দিয়া চতুষ্পদ খুর।

গিরিমূলে ভীম শৃঙ্গ করিয়া ঘাতন,
উন্নত পর্ব্বত ঊর্দ্ধে করিল ক্ষেপণ।
সহস্র প্রস্তর বর্ষে যেন নীর ধার,
প্রলয়ের কালে যথা পাষাণ আসার।

চক্রাকারে মহাসুর ঘুরিতে লাগিল,
বিশীর্ণা আনতা পৃথ্বী ভূধর কাঁপিল।
সুদীর্ঘ লাঙ্গুলে বীর নীরেন্দ্র তাড়িল,
উছলিত জল রাশি জগত প্লাবিল।

বিচূর্ণিত মেঘমালা শৃঙ্গ প্রকম্পনে,
সুদূরে পড়িল গিরি নিশ্বাস পবনে।

শত শত শিলা খণ্ড পড়িল ভূতলে,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি অতল পাতালে।
ক্রোধিত মহিষাসুর, নিস্বনে নিনাদি দূর,
আক্রমিল মহাদেবী ভীম পরাক্রমে।
নেহারি অসুর রণ, ক্রোধিত দেবীর মন,
উদ্‌গারিল হুতাশন বিষম নয়নে॥

বধিতে অমরদম, নিক্ষেপিলা পাশোত্তম,
পাশে বদ্ধ মহাধম নাদিল ভীষণ।
ত্যজিয়া মহিষ মায়া, ধরিল কেশরী কায়া,
সিংহ শির মহামায়া করিলা ছেদন॥

ত্যজি কেশরী বিকার, ধরিল পুরুষাকার,
হস্তে অসি দীর্ঘাকার দীপ্ত হুতাশন।
সুতীক্ষ্ণ শরে অম্বিকা, বিনাশিলা কুহেলিকা,
ধরি গজ বিভীষিকা আরম্ভিলা রণ॥

প্রসারিয়া দীর্ঘ কর, ধরিল কেশরীবর,
খড়্গাঘাতে দেবী হস্তী করিলা নিধন।
ধরিয়া মহিষাকার, করে পুনঃ মহামার,
বিক্ষোভিত চরাচর ত্রৈলোক্য ভুবন॥

অসুরের মহামার, হেরি শক্তি পারাবার,
পুনঃ পুনঃ সুধাধার ঢালিলা বদনে।

মধু পানে ত্রিনয়ন, যেন প্রদীপ্ত তপন,
অট্ট হাস্য ঘন ঘন ধ্বনিল গগনে॥

বল বীর্য্যে সমুন্নত, ক্রোধে বীর উনমত্ত,
শৃঙ্গে তুলি পর্ব্বত করিলা ক্ষেপণ।
প্রস্তর সহস্র ধারে, বর্ষিল দেবীর শিরে,
সুতীক্ষ্ণ শায়কে দেবী করিলা ছেদন॥

মদরাগে ত্রিনয়ন, যেন দীপ্ত হুতাশন,
জলদ গম্ভীরে দেবী বলিলা বচন।

দেব্যুবাচ।

ক্ষণ গর্জ্জ দুরাচাব, যে অবধি সুধাধার,
ঢালি বদনে আমার কর অসার গর্জ্জন,
সত্বর বধিলে তোমা গর্জ্জিবে দেবতাগণ॥

ঋষিরুবাচ।

এই রূপে ভগবতী বলিয়া বচন,
মহিষমর্দ্দিনী রূপ করিলা ধারণ।
মহিষের কণ্ঠে পদ করিয়া স্থাপন,
ভীম শূলাস্ত্রে বক্ষ করিলা ছেদন॥

অন্যবীর উদ্গারিল ব্যাদিত বদন,
অর্দ্ধ নিষ্কাষিত ভাবে আরম্ভিল রণ।

মহাবীর্য্যবান্ অসি করি উত্তোলন,
একাঘাতে শির তার করিলা ছেদন ॥

মহিষের বধ দেখি সব সৈন্যগণ,
হাহাকার শব্দে ছাড়ে সমর প্রাঙ্গণ।
আনন্দিত দেবগণ যোগী ঋষিগণ,
করপুটে দেবি প্রতি করিলা স্তবন ॥

গাইল গন্ধর্ব্বগণ নাচিল অপ্সরা,
মহিষমর্দ্দিনী রূপে পূজিলা ঈশ্বরী ॥

ইতি মহিষাসুর বধঃ।

দুরাত্মা দুর্জ্জয় বীর মহিষ অসুর,
সসৈন্যে নিধন হেরি দেবী শক্তি বলে,
দেবেন্দ্রাদি সুরগণ পরম হরষে,
পুলকে পূরিত দেহ সুন্দর দর্শন ;
নমাইয়া শিরস্কন্ধ কৃতাঞ্জলি পুটে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি দেবী করিলা স্তবন ॥

যাঁহার অনন্ত শক্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
দেবতা সমষ্টি বীর্য্য মূরতি যাঁহার।
যাঁহাকে অখিল বিশ্ব পূজিছে যতনে,
ভক্তি পূর্ণ হৃদে তাঁকে করি নমস্কার ॥

যাঁহার অচিন্ত্য কার্য্য অনন্ত মহিমা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অশক্ত কীর্ত্তনে।
অনন্ত যাহাঁর শক্তি নাহি পায় সীমা,
নিয়োজিত যাঁর ইচ্ছা জগত পালনে॥

লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা সুকৃতি আগারে,
অলক্ষ্মী স্বরূপে বাস পাপীর আলয়ে।
বুদ্ধিরূপে বিরাজিত ধার্ম্মিক অন্তরে,
শ্রদ্ধারূপে প্রকাশিত সাধুর হৃদয়ে॥

সজ্জন হৃদয়ে তুমি লজ্জা-স্বরূপিণী,
বিশ্ব-মঙ্গল-কারিণি।
প্রণমি তোমাকে মাতঃ! পালনকারিণি,
প্রদেহি মঙ্গল ভিক্ষা শুভ প্রদায়িনি॥

কেমনে বর্ণিব রূপ অচিন্ত্য রূপ তোমার,
কেমনে বর্ণিব তব কার্য্য।
যে বল বিক্রমে বিনাশিলা পাপের বিস্তার,
অসুরের কলুষিত কার্য্য॥

অসুর প্রমথযুদ্ধে শক্তি করিলে প্রকাশ,
বাঙ্মন পথের অগোচর।
জগত কারণ তুমি ত্রিগুণ তোমাতে বিকাশ,
বিশ্ব শক্তি তুমি চরাচর॥

তমো দোষে কলুষিত, সমস্ত প্রাণী জগত,
কেমনে জানিবে তব গুণ।
আমরা ত ক্ষুদ্র প্রাণী, ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি,
নাহি জানে তব বিবরণ॥

জগত আধার তুমি, অংশমাত্র তব শক্তি,
এ জগতে হয়েছে প্রকাশ।
তুমি বিশ্বে পরিণত, তবু নহে কলুষিত,
নিত্য শক্তি অনিত্যে বিকাশ॥

স্বাহা মন্ত্র স্বরূপিণী, অগ্নিরূপা ত্রিনয়নী,
হবির্মন্ত্র দেব যজ্ঞ কালে।
করি তব উচ্চারণ, তৃপ্তি লভে দেবগণ,
তব তুষ্টে সর্ব্বকাম ফলে॥

স্বধারূপে বিরাজিত, পিতৃযজ্ঞে অবিরত,
পিতৃ হবির্মন্ত্র স্বরূপিণী।
উচ্চারি তোমারি নাম, পুত্র লভে মনস্কাম,
পিতৃ শ্রাদ্ধে সুফল-দায়িনী॥

মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ, জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ,
রাগদ্বেষ করি পরিহার।

---

* অথবা বহুনৈতেন, কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্ন, মেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

ত্যজি গৃহ ধন জন, তব ধ্যানে মগ্ন মন,
তব ধ্যান নির্ব্বাণের দ্বার ॥
শব্দরূপা সনাতনী, বেদ মন্ত্র বিধায়িনী,
ঋক্ যজুঃ সামের আধার।
উচ্চগীতি রম্যচ্ছন্দে, তবৈশ্বর্য্য সাম বন্দে,
ত্রিবিদ্যায় তোমার বিহার ॥

সংসারে ত্রিবিধ পাপ, শোক দুঃখ মোহ তাপ,
তিরোহিত তব কৃপা বলে।
প্রবৃত্তি বাসনা যত, তব মন্ত্রে উত্তেজিত,
তবৈশ্বর্য্যে সকল ভুলা'লে ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানোদয়, যে বুদ্ধি প্রভাবে হয়,
সেই বুদ্ধি জ্ঞানীর আধারে।
দুস্তর ভব সাগর, রিপুপূর্ণ নিরন্তর,
তুমি নৌকা সেই পারাবারে ॥

দুর্গম শঙ্কটে ত্রাণ, করি জীবে অবিরাম,
দুর্গানাম করিলে ধারণ।
দীনে করি দয়া দান, সার্থক করিলে নাম,
মহালক্ষ্মী দারিদ্র্য-তারণ ॥

কসিত-কাঞ্চন শোভা, তব মুখ মনোলোভা,
সুশীতল পূর্ণ সুধাগার।

নেহারি এমন আস্য, সদা বিজড়িত হাস্য,
কেমনে মূঢ় করিল প্রহার ॥

তব ভ্রুকুটী ভীষণ, হেরি ক্রোধিত বদন,
কেমনে সে রাখিল জীবন!
হেরি ব্যাদিত অধর, কাল হইতে ভয়ঙ্কর,
কেন সদ্য না হ'ল নিধন ॥

ভবের মঙ্গল ব্রতে, মুক্তিরূপ মহা স্রোতে,
হইয়াছে তব অধিষ্ঠান।
ভবোদ্দীপ্ত কোপানল, দহিবে অসুর দল,
লভিলাম এই স্থির জ্ঞান ॥

যাহাকে হের মা তুমি প্রসন্ন নয়নে,
অচলা বিমলা লক্ষ্মী তাহার ভবনে।
সম্মানিত সর্ব্বস্থানে সেই মহামতি,
ধন যশঃ প্রতিপত্তি লভে দিব্য গতি ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল,
অনুরক্ত দারা পুত্র স্বজন সকল।
লভে সেই পুণ্যবান্ তোমার কৃপায়,
যাহার ভাগ্যেতে তুমি হও অভ্যুদয় ॥

তোমার প্রসাদে দেবি ধার্ম্মিক বিদ্বান,
প্রতিদিন ধর্ম্ম কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।

পরিণামে স্বর্গধামে করয়ে প্রস্থান,
তোমার কৃপায় লোক লভয়ে নির্ব্বাণ ॥

ভয় নিমজ্জিত মনে, লইলে তব শরণ,
কর তুমি ভয় নিবারণ।
অনন্দে স্মরিলে মাতঃ, তব কমল চরণ,
তোমার কৃপায় লভে জ্ঞান ॥

সকলের দুঃখ হেরি, দয়া পূর্ণ তব প্রাণ,
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয় হারিণি।
হরিতে জীবের দুঃখ, মাতঃ! তব অনুষ্ঠান,
জগজ্জন কল্যাণ-কারিণি ॥

হরিলা ভবের ভার, অসুরের অত্যাচার,
শান্তি সুখ দিলা ত্রিভুবনে।
নাশিলা অসংখ্যাসুর, সবে গেলা স্বর্গপুর,
প্রাণ ত্যজি সম্মুখ সংগ্রামে ॥

হইলে তোমার ইচ্ছা, অসংখ্য অসুর দল,
দৃষ্টি মাত্র হইত ভষম।
কিন্তু দিতে সদ্‌গতি, বিনাশিয়া কর্ম্ম ফল,
অস্ত্রাঘাতে করিলা নিধন ॥

হেরি তব খড়্গ আভা, তড়িত নিন্দিত প্রভা,
অচৈতন্য হইত অসুর।

কিন্তু তব স্নিগ্ধাধর, যেন পূর্ণ সুধাকর,
হেরি প্রাণ পাইল মধুর ॥

অচিন্ত্য রূপ তোমার, তব বীর্য্য অনুপম,
মহারণে হ'য়েছে প্রকাশ।
পরাজিত শত্রু প্রতি, তব দয়া মনোরম,
যুদ্ধক্ষেত্রে হইল বিকাশ ॥

মনোহর ভয়ঙ্কর, একাধারে তুমি ধর,
তব দয়া হেরি ত্রিভুবনে।
সমরেতে মহামার, হৃদয়েতে দয়াধার,
হেন রূপ না হেরি নয়নে ॥

ভীষণ সমর রঙ্গে, করি রিপু বিনাশন,
ত্রিলোক করিলা পরিত্রাণ।
অসংখ্য অসুর তব হস্তে হইয়া নিধন,
স্বর্গ রাজ্যে করিল পয়ান ॥

প্রণমি অম্বিকে, ত্রাহিমা চণ্ডিকে,
রক্ষ বিশ্ব অসির ছায়ায়।
বিশ্বতাপহর, শিব শক্তি ধর,
রক্ষ বিশ্ব শূলের প্রভায় ॥

ঘোর পাপী মন, কর সম্মোহন,
ঘন স্বন ঘণ্টার গম্ভীরে।

ভব ভয় হর, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভীমনাদ কোদণ্ড টঙ্কারে॥

ভ্রমি তব শূল, মহিমা অতুল,
ঊর্দ্ধে অধঃ প্রান্ত চতুর্দ্দিকে।
উত্তর দক্ষিণে, পূরব পশ্চিমে,
রক্ষ বিশ্ব অভয়ে চণ্ডিকে॥

রূপ মনোহর, রূপ ভয়ঙ্কর,
যাহা বিশ্বে করে বিচরণ।
সেই রূপ ধরি, নাশ দেব-অরি,
রক্ষ দেবতা মানবগণ॥

যেই খড়্গ শূল গদা, শোভিছে বরাঙ্গে সদা,
সেই অস্ত্রে রক্ষ দেবগণ॥

ঋষিরুবাচ।

এইরূপ স্তব করি, সুরেন্দ্রাদি গণ,
নন্দন কুসুমে দেবী করিলা অর্চ্চন।
প্রফুল্ল মন্দার মালা গলে পরাইল,
সিন্দূরে শোভিত পদ্ম চরণে স্থাপিল॥

সুগন্ধ চন্দন গাত্রে করিলা লেপন।
সুবাসিত ধূপ ধূমে করিলা পূজন॥

এইরূপ স্তবে তুষ্টা জগত জননী,
ভক্তি পূর্ণ দেব পূজা করিলা গ্রহণ।
প্রণত সমস্ত দেব দেখিয়া কল্যাণী,
প্রসন্ন বদনে হাসি বলিলা বচন ॥

দেব্যুবাচ।

তব স্তব আরাধনা, হে অমরগণ,
প্রদানিল মম হৃদে, সুখ অনুপম,
অভীপ্সিত বর মাগ দিব এইক্ষণ ॥

দেবা ঊচুঃ।

দুরন্ত অসুর বধে সকল সম্পদ,
লভিয়াছি কৃপাময়ি! তব কৃপাগুণে।
শান্তি পূর্ণ ত্রিভুবন প্রস্থিত বিপদ,
প্রার্থনার কোন বস্তু না হেরি নয়নে ॥

তবে যদি বর দিবে বরাঙ্গি বরদে!
প্রসন্ন অন্তরে ভক্তে কর বর দান।
অনাগত কালে যদি পড়ি মা বিপদে,
বিপদ উদ্ধার জন্য হবে অধিষ্ঠান ॥

অন্য বর মাগি মোরা তব শ্রীচরণে,
মর্ত্ত্যে যদি কোন নর পঠে এই স্তব।
দারা পুত্র ধনজন কমল লোচনে!
লভে যেন সেই জন সম্পদ গৌরব ॥

ঋষিরুবাচ।

জগত অমর হিতে প্রসারিত মায়া,
"তাহাই হইবে বলি" হইলা অন্তর্দ্ধান।
পুরাকালে এইরূপে বিশ্বরূপ কায়া,
ত্রিদশের হিত জন্য হৈলা অধিষ্ঠান॥

বিনাশিতে দৈত্যগণ, প্রমত্ত ধূম্রলোচন,
শুভ নিশুম্ভ অসুর প্রধান।
ধরিলেন মহামায়া, নগেন্দ্র নন্দিনী কায়া,
গৌরীরূপে হইলা অধিষ্ঠান।

সেই কথা নৃপবর, বিস্তারিব অতঃপর,
মনদিয়া কর অবধান॥

ইতি মহিষাসুর বধঃ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

অথ শুম্ভ নিশুম্ভ বধোপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ।

শুম্ভ নিশুম্ভ নাম অসীম প্রতাপ,
বাহুবলে পরাজিত করি পুরন্দর।
ত্রিলোকের আধিপত্য যজ্ঞের বিভাগ,
কাড়িয়া লইল দর্পে দনুজ ঈশ্বর॥

অসুরের অত্যাচারে দেবেন্দ্রাদিগণ,
স্বীয় স্বীয় অধিকার ত্যজিল সম্ভ্রমে !
ইন্দ্রের অমরাবতী কৃতান্ত ভবন,
নিজ করতলে নিল অসুর বিক্রমে ॥

সৌরজগত হইতে চ্যুত দিবাকর,
তাড়িত চন্দ্রমা গৃহ রজনী রমণ।
বিচ্যুত সাগর রাজ্য জলদলেশ্বর,
হারাইল নিজদেশ অলকা ভূষণ ॥

হুতাশন প্রভঞ্জন দিক্ পালগণ,
স্বাধিকার পবিভ্রষ্ট জিত বিতাড়িত !
বিপদে বিকল চিত্ত সুরেন্দ্রাদিগণ,
ভাবিতে লাগিল সবে মনে বিষাদিত ॥

মহিষ নিধন কালে লভিয়াছি বর,
বিপদে আচ্ছন্ন যদি হই কোন কালে।
স্মরণ করিলে দেবী করিবে উদ্ধার,
সেই মহাশক্তি আজি পূজিব সকলে ॥

এইরূপ চিন্তাকরি দেবেন্দ্রাদিগণ,
নগেন্দ্র শিখরদেশে করিলা প্রস্থান।
ভক্তিভাবে ভবানীকে করিয়া স্মরণ,
কৃতাঞ্জলিপুটে সবে করিলা প্রণাম ॥

দেবা ঊচুঃ।

তুমি দেবী মহাদেবী কল্যাণরূপিণী,
ভক্তিভাবে করি নমস্কার।
মূল প্রকৃতি তুমি সৃজনকারিণী,
বারবার করি নমস্কার॥

নিত্যরূপে অনুস্যূতা জগতধারিণী,
করজোড়ে করি নমস্কার।
গৌরীরূপে অবতীর্ণা ভীষণরূপিণী,
পুনঃপুনঃ করি নমস্কার॥

বিমল পূর্ণেন্দু তুমি জ্যোৎস্না-রূপিণী,
প্রেমপূর্ণ প্রাণে নমস্কার।
অমৃতের উৎস তুমি আনন্দ রূপিণী,
বার বার করি নমস্কার॥

শিবরূপে আবির্ভাব মঙ্গল রূপিণী,
প্রণত মস্তকে নমস্কার।
সম্পদ স্বরূপে তুমি সুখ-বিধায়িনী,
বার বার করি নমস্কার॥

দরিদ্র আগারে তুমি অলক্ষ্মী আধার,
নরপতি গৃহে তুমি লক্ষ্মী অবতার।
কে পারে বর্ণিতে তব বিভূতি অপার,
বার বার করি নমস্কার॥

বাক্ পথাতীত তুমি কূটস্থ রূপিণী,
ভবপারাবারে মাতঃ! নৌকা স্বরূপিণী।

সকলের সার বস্তু জগত জননী,
প্রতিষ্ঠা সম্পদ সর্ব্ব মঙ্গল দায়িনী॥

ব্রহ্মরূপা সনাতনী, তুমি অসিত বরণী,
ধূম্রবরণ দেহধারিণী!
প্রণমি প্রণমি মাতঃ! জগততারিণী॥

সুন্দরী মানসহরা, ভীমমূর্ত্তি ভয়ঙ্করা,
ত্রিভুবন পালন কারিণী।
দেবতা সমষ্টিরূপা, কর্ম্মযোগে ক্রিয়ারূপা,
ভক্তিপ্রেম সুখ বিধায়িনী।
শক্তিরূপে অবতীর্ণা শক্তি পারাবার।
বার বার করি নমস্কার॥

সর্ব্বভূতে মায়ারূপে যাঁর অধিকার,
বার বার তাঁরে নমস্কার।
যে দেবী চৈতন্যরূপে করেন বিহার,
বার বার তাঁরে নমস্কার॥

সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে যাঁহার বিহার,
বার বার তাঁরে নমস্কার।
সর্ব্বজীবে নিদ্রারূপে যাঁর অধিকার,
প্রণমি তাঁহাকে শতবার॥

অবিদ্যা স্বরূপে যিনি,
বিরাজিত সর্ব্বপ্রাণী,
প্রণমি তাঁহাকে শতবার।
শক্তিরূপে অবিরত,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত,
বার বার তাঁরে নমস্কার॥

যেই দেবী তৃষ্ণারূপে,
অবস্থিতা সর্ব্ব জীবে,
ভক্তিভাবে তাঁরে নমস্কার।
ক্ষমারূপে সর্ব্বপ্রাণ,
যে দেবের অধিষ্ঠান্,
বার বার তাঁরে নমস্কার॥

সর্ব্বভূতে সদা যাঁর,
জাতিরূপে অধিকার,
প্রেমভাবে তাঁরে নমস্কার।
যেই দেবী লজ্জারূপে,
বিহার করেন জীবে,
বার বার তাঁরে নমস্কার॥

শান্তিরূপে অবিরাম,
প্রাণীমনে অধিষ্ঠান,
বার বার তাঁরে নমস্কার।

শ্রদ্ধারূপে জীবে যাঁর,
রহিয়াছে অধিকার,
বার বার তাঁরে নমস্কার ॥

কান্তিরূপে নিরবধি,
সর্ব্বজীবে যাঁর স্থিতি,
ভক্তিপূর্ণ হৃদে নমস্কার।
লক্ষ্মীরূপে গৃহদ্বার
যে দেবীর অধিকার,
বার বার তাঁরে নমস্কার ॥

বৃত্তি রূপে সর্ব্ব প্রাণী,
হৃদে অধিষ্ঠিতা যিনি,
সে দেবীকে শত নমস্কার।
স্মরণ শকতি রূপে,
বিহরে যে সর্ব্ব জীবে,
পুনঃ পুনঃ তাঁরে নমস্কার ॥
দয়া রূপে জীব কায়া,
বিরাজিতা যেই মায়া,
শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদে নমস্কার।
তুষ্টি রূপে জীব মুখে,
বসতি করেন সুখে,
সেই দেবী শত নমস্কার ॥

মাতৃ রূপে যেই শক্তি,
পালন করিছে ক্ষিতি,
সেই শক্তি সহস্র প্রণাম।
ভ্রান্তি রূপে যেই মায়া,
জীব হৃদে ধরে ছায়া,
সেই মায়া সহস্র প্রণাম॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত,
পঞ্চ মহা ভূতে স্থিত,
সেই দেবী সহস্র প্রণাম।
নিখিল জগতে ব্যাপ্ত,
সর্ব্বভূতে অনুস্যূত,
সেই তুমি সহস্র প্রণাম॥

অনন্ত আধারে যিনি চৈতন্য আকার।
ভক্তি পূর্ণ হৃদে সেই দেবী নমস্কার॥

সুরেন্দ্র পূজিত দেবী পূর্ব্বকালে, *
মহিষ নাশিয়া বিপদে তারিলে।
পূজিছে প্রতিদিন দেবতা সকলে,
মন্দাকিনী জলে পারিজাত ফুলে॥

* দীর্ঘ উচ্চারিত পদ সকলের নিম্নে সরল রেখা অঙ্কিত হইল।

অসুরে দলিত আমরা সকলে,
বিনম্র মস্তকে নমি পাদতলে।
উদ্ধার মহাদেবি সন্তাপ সলিলে,
বিনাশি শুম্ভ নিশুম্ভ সবলে॥

ঋষিরুবাচ।

এইরূপে ভক্তিভাবে ইন্দ্র অসুরারি,
নগেন্দ্র শিখরে দেবী করিলা স্তবন্।
হেন কালে পার্ব্বতী হিমাদ্রি কুমারী,
স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবী জীবন॥

অনন্ত যৌবনা সেই আয়ত লোচনা,
মধুরে দেবতা বৃন্দে বলিলা বচন।
কাহার উদ্দেশে দেব করিলা প্রার্থনা
কি জন্য সবার হেরি মলিন বদন॥

যেমন হইল বাক্য বদনে স্ফূরণ,
পার্ব্বতীর দেহ হৈতে হইল নির্গত।
মঙ্গল মূরতি এক রমণী রতন,
সম্বোধিলা দেবগণে বচনে অমৃত॥

শুম্ভ দৈত্য পরাজিত নিশুম্ভ তাড়িত,
সুরগণ স্তব করে উদ্দেশে আমার।

দেবী দেহকোষ হৈতে যাঁহার উদ্ভব,
জগতে কৌষিকী নাম তাঁহার প্রচার ॥

কৌষিকী মূরতি যবে হইল নির্গত,
অসিত বরণ সতী করিলা ধারণ।
কালিকা নামেতে তাই হইয়া বিখ্যাত,
হিমালয়ে নিজালয় করিলা স্থাপন ॥

দেবীর কৌষিকী মূর্ত্তি রমণী রতন,
ধরিয়া অপূর্ব্বরূপ পার্ব্বতীয় দেশে।
উজলি অম্বর বন কুসুম কানন
ভ্রমিতে লাগিল রমা মনোহর বেশে ॥

দৈত্যেশ্বর অনুচর চণ্ড মুণ্ড নামা,
বসন্ত উদার কালে রমিত কাননে।
নেহারি রমণী সেই ইন্দু নিভাননা,
বলিতে লাগিল শুম্ভ নিশুম্ভের স্থানে ॥

"উজলিয়া হিমাচল সুরেন্দ্র কেশরী!
মনোজ্ঞা রমণী এক ভ্রমিছে কাননে।
তব উপযুক্তা সেই পরমা সুন্দরী,
হেন অপরূপ কভু না হেরি নয়নে ॥

"প্রশান্ত যৌবনা সেই রূপের আধার,
ভাসিছে লাবণ্য-নীরে পর্ব্বত কানন।

পূর্ণেন্দু-নিন্দিত-কান্তি দিগন্ত-বিস্তার,
দর্শনের যোগ্য তব দৃশ্য অনুপম॥

উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত মহার্ঘ্যরতন,
বৈদূর্য্য হীরকমণি অজেয় প্রভায়।
পারিজাত তরুবর নন্দনভূষণ,
সম্প্রতি শোভিছে তব অমর আলয়॥

ব্রহ্মার মরালযান অদ্ভুত নির্ম্মাণ,
শোভিছে প্রাঙ্গনে তব পরম হরষে।
কুবের প্রদত্ত রত্ন মহাপদ্ম নাম,
জ্বলিছে বিমল তব বিশাল উরসে॥

অম্লান পঙ্কজদাম কিঞ্জল্কিনীনাম,
তব গলদেশে দিলা ক্ষিরোদ সাগর।
বরুণ প্রদত্ত ছত্র স্বর্ণ প্রস্রবণ,
শোভে তব শিরোপরি দানব ঈশ্বর॥

ব্রহ্মা প্রজাপতিরথ উন্নত বিমান,
যাহাতে আরোহি অগ্নি যুঝিত ভীষণ।
যমশক্তি ভয়ঙ্কর উৎক্রান্তিদা নাম,
স্ববলে হরিলা তুমি সুর-নিসূদন॥

জলদলেশ্বর পাশ অদ্ভুত বিক্রম,
সর্ব্বদা শোভিছে তব অম্বুজের করে।

সাগর-সম্ভব যত রত্ন অনুত্তম,
স্তূপে স্তূপে শোভে তব অক্ষয় ভাণ্ডারে॥

প্রদানিল ভ্রাতৃদ্বয়ে দীপ্ত হুতাশন,
রত্ন-সঙ্কলিত-প্রভা যুগল অম্বর।
ত্রৈলোক্যের নানাবিধ অমূল্যরতন,
শোভিছে ভবনে তব অমর ঈশ্বর॥

সেই মদন মোহিনী, সুন্দরীর শিরোমণি,
পতিহীনা ভ্রমিছে কানন।
কেন তবে নৃপমণি, এমন রমণী তুমি,
স্বীয় অঙ্কে না কর ধারণ॥

ঋষিরুবাচ।

দূতের বচন শুনি,
দানবের শিরোমণি,
পাঠাইলা সুগ্রীবেরে,
নিকটে দেবীর।
আজ্ঞাদিলা বীরমণি,
যাও যথা সে রমণী,
তুষি প্রেম বাক্যে তারে,
আনিবে সুধীর॥

উতরি পর্ব্বত দেশে,
হেরিল মোহিনী বেশে,
ভ্রমিছে বরাঙ্গী এক,
বিজন কাননে।
হেরি পূর্ণেন্দু-বদন,
মুগ্ধ সুগ্রীবের মন,
ধীরে করে সম্ভাষণ,
মধুর বচনে ॥

শুম্ভনাম দৈত্যেশ্বর,
ত্রিলোকের অধীশ্বর,
আমি তাঁর দূতবর,
রমণী রতন!
যাঁর আজ্ঞা দেবগণ,
পালিতেছে অনুক্ষণ,।
সমস্ত অরাতি দলে,
যে নাশিলা ভুজবলে,
সেই শুম্ভ তব কাছে,
করেছে প্রেরণ ॥

যা বলিলা দৈত্যেশ্বর,
বিবরিব অতঃপর,

শুন সুবদনি মম,
প্রভুর বচন।
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর আমি,
আমি সুরগণ স্বামী,
দেবগণ যজ্ঞভাগ,
ভক্ষি অনুক্ষণ॥

ত্রিলোকের রত্নোত্তম,
ঐরাবত অনুপম,
শোভিছে সতত মম,
অমর ভবনে।
শ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্র বাহন,
উচ্চৈঃশ্রবা হয়োত্তম,
পরাজিত দেবগণ,
অর্পিয়াছে করে মম,
সন্তাপিত মনে॥

দেবগণ করস্থিত,
শ্রেষ্ঠ ধন রত্ন যত,
গন্ধর্ব্ব বাসুকী গৃহ,
শোভিত হইত।
আর আর যত মণি,
সুন্দরীর শিরোমণি!

সে সব ঐশ্বর্য্য আজি,
মম হস্তগত ॥

সর্ব্বরত্ন ভোক্তা আমি,
আমি ত্রিজগত স্বামী,
রমণী প্রধানা তুমি,
শুন সুবদনি।
ভজ মোরে পতি সম,
অথবা অনুজ মম,
যেবা রুচি তব মন,
নীলাব্জ নয়নি ! ॥

অতুল্য ধন সম্পদ,
ঐশ্বর্য্য পরম পদ,
হবে তব হস্তগত,
ভজিলে আমারে।
প্রভু বাক্য সুলোচনা,
করি মনে আলোচনা,
চল মম সাথে দেবি,
শুম্ভের আগারে ॥

ঋষিরুবাচ।

শুনিয়া সুগ্রীব বাক্য জগত ধারিণী,
অতি দুরগম্যা দেবী মঙ্গল কারণ।

অন্তরে ঈষদ হাসি সুচারু হাসিনী,
বলিতে লাগিলা ধীরে মধুর বচন॥

দেব্যুবাচ।

জানি আমি দূতবর,
শুম্ভ ত্রিলোক ঈশ্বর,
নিশুম্ভ অনুজ তার,
ভীম পরাক্রম।
অমর দেবতা দলে,
আনিয়াছে করতলে,
মিথ্যা নহে যা বলিলে,
তব বিবরণ॥

কিন্তু মম পরিণয়,
কেমনে সম্ভব হয়,
শুন মন দিয়া দূত!
পূর্ব্ব বিবরণ।
অল্প বুদ্ধি মূঢ় মনে,
অতি সামান্য কারণে,
করিয়াছি মন্দক্ষণে,
প্রতিজ্ঞা দারুণ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে করি রণ,
মম বীর্য্য পরাক্রম,

যেই করিবে নিধন,
সেই মম স্বামী।
অতএব দূতবর!
যাও যথা দৈত্যেশ্বর,
বলিবে অতি সত্তর,
মম এই বাণী ॥
যদি দৈত্য গুণমণি,
হইবেন মম স্বামী,
সংগ্রামে জিনিলে আমি,
হব প্রণয়িণী ॥

দূত উবাচ।

কেন তব এত দম্ভ,
কে জিনিবে বীর শুম্ভ,
ত্রৈলোক্য কম্পিত স্তম্ভ,
যাঁহার বিক্রমে।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ,
নিরবধি করি রণ,
পরাজিত সর্ব্বক্ষণ,
যাঁহার সংগ্রামে ॥

তুমি নারী একাকিনী,
বিজন-বনবাসিনী,

কেমনে যুঝিবে ধনি
দৈত্যেন্দ্র সমরে।
তাই বলি ত্রিনয়নি!
হও শুম্ভ প্রণয়িনী,
নতুবা ধরিয়া বেণী,
লইবে সত্তরে॥

দেব্যুবাচ।

শুম্ভ অতি বীরবর,
নিশুম্ভ শকতিধর,
জানি আমি দূতবর,
নাহিক সংশয়।
না চিন্তিয়া পরিণাম,
করিয়াছি অভিমান,
কেমনে করিব আন,
না হেরি উপায়।

তাই বলি দূতবর! যাও যথা দৈত্যেশ্বর,
মম বাক্য কর নিবেদন।
শুনি সব বিবরণ, যে বা রুচি হয় মন,
করিবেন অমর দমন॥

ঋষিরুবাচ।

শুনিয়া দেবীর বাণী বিষাদিত মনে,
উতরিল দূতবর দৈত্যেশ্বর স্থানে।
নিবেদিলা সবিনয়ে দেবীর বচন,
শুনিয়া জ্বলিল ক্রোধে অমর দমন।
আরক্ত নয়ন শুম্ভ নিনাদী ভীষণ,
ধূম্রলোচনে বীর বলিলা বচন।
সসৈন্যে গমন কর হে ধূম্রলোচন!,
যথায় রমণী দুষ্টা করে বিচরণ।
বাহুবলে করি তার কেশ আকর্ষণ,
মম পুরোভাগে তারে আন এই ক্ষণ॥
রক্ষিতে বামারে যদি রক্ষযক্ষ গণ,
গন্ধর্ব্ব অমর আ'সে করিবে নিধন।

ঋষিরুবাচ।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অসুর প্রধান,
ষষ্টিসহস্র সেনা সহ করিলা প্রস্থান।
আনন্দে হেরিল এক রমণী রতন,
শৈলেন্দ্র শিখরে ধীরে করিছে ভ্রমণ।
উচ্চৈঃস্বরে বীরবর জলদ গম্ভীরে,
ইচ্ছামত সুলোচনা, বলিল দেবীরে।

যদি না যাইবে তুমি শুম্ভের সকাশ,
শূন্যভরে লয়ে যাব ধরি কেশপাশ ॥

দেব্যুবাচ

অসীম শকতি ধর দৈত্যেন্দ্র প্রেরিত,
অগণন সেনা দ্বারা আপনি বেষ্টিত।
ক্ষীণা রমণী আমি বন-নিবাসিনী,
সবলে ধরিলে বীর! কি করিব আমি ॥

ঋষিরুবাচ।

শুনিয়া দেবীর বাণী অধৈর্য্য অন্তরে,
ধাইল ধূম্রলোচন ধরিতে দেবীরে।
হুঙ্কারিল মহাদেবী, ব্যাদিত অধর
উদ্‌গারিল অগ্নিপুঞ্জ ভস্ম বীরবর ॥

অসুরের মহাসৈন্য ক্রোধিত অন্তর,
বর্ষিল দেবীর প্রতি ভুষণ্ডী তোমর।
অসুরের শরজাল শকতি কুঠার,
আবরিল দেবী অঙ্গ শ্রাবণের ধার ॥

দেবীর বাহন সিংহ কম্পিত কেশর,
ভীমনাদে কাঁপাইয়া দিগ্ দিগন্তর।
ভ্রমিতে লাগিল সিংহ অসুর মাঝার,
সাক্ষাৎ কৃতান্ত যেন করে মহামার ॥

নখাঘাত করাঘাত অধর সংঘাত,
করিয়া সকল সৈন্য করিল নিপাত।
সুতীক্ষ্ণ কেশরী নখ করিয়া প্রহার,
অনেক অসুর বক্ষ করিল বিদার॥

অনেক অসুর মুণ্ড সিংহ করাঘাতে,
বিচ্ছিন্ন হইল যেন অসির সম্পাতে।
দ্বিখণ্ড করিয়া বক্ষ বধিয়া পরাণ,
আনন্দে করিল সিংহ রক্তধারা পান,

এই রূপে পশুরাজ ভৈরবী বাহন,
ক্ষণ মধ্যে মহাসৈন্যে করিল নিধন।

বিষম সম্বাদ, সসৈন্য নিপাত,
ধূম্রলোচনের বল।
দেবীর বাহন, করিল নিধন,
সমস্ত অসুর দল॥

শুনি শুম্ভবর, ক্রোধিত অসুর,
কম্পিত রকতাধর।
করিয়া আহ্বান, চণ্ড মুণ্ড নাম,
বলিল দানবেশ্বর॥

হে চণ্ড হে মুণ্ড! বিক্রমে অখণ্ড,
যাও হিমালয়োপরি।

চতুরঙ্গে ঘিরে, সেই রমণীরে
আনিবে কেশেতে ধরি ॥
বান্ধিয়া বামারে, আনিবে সত্বরে
আমার অমরাগার।
সামর্থ্য অভাবে, মিলি সেনা সবে,
অগ্রে করিবে প্রহার ॥
অম্বিকা বাহন, করিবে নিধন,
ভীম অস্ত্রের ঘায়।
বান্ধি রমণীরে, প্রহারি তাহারে
আনিবে মুমূর্ষু প্রায় ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ সেনানী
ধূম্রলোচন বধঃ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রক্তবীজ বধোপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ।

পাইয়া দৈতেন্দ্র আজ্ঞা চণ্ডমুণ্ডবীর,
চতুরঙ্গে তরঙ্গিত ঊর্দ্ধ প্রহরণ।
অগণিত সেনাগণ লইয়া সুধীর,
কাঁপাইয়া ত্রিভুবন করিল গমন ॥

আনন্দে হেরিল বীর সেই রমণীরে,
সিংহোপরি অরোহণা হসিত বদনা।
ফুল্ল শতদল যেন শ্বেতোর্ম্মী শিখরে,
রজত হিমাদ্রি শৃঙ্গে ভ্রমে সুলোচনা॥

চণ্ড মুণ্ড মহাসুর সেনানী প্রধান,
বর্ষিল অনেক অস্ত্র তীক্ষ্ণ প্রহরণ।
আস্ফালি ভীষণ ধনু সুদীর্ঘ কৃপাণ,
দেবী পুরোভাগে তীব্র করিল গমন॥

নেহারি অসুর দর্প দীপ্ত ক্রোধানলে,
ঘন মসী বর্ণ হইল দেবীর বদন।
কাঁপিল ললাট দেশ ভ্রুকুটীর জালে,
উদ্‌গারিল এক রামা ভীষণ দর্শন॥

অসিত বরণী রামা অসি পাশ করে,
খট্টাঙ্গ শোভিত হস্ত মুণ্ড মালা গলে।
ক্ষীণ কটী আবরিত ক্ষুদ্র দ্বীপাম্বরে,
ব্যাদিত অধরে জিহ্বা রুধিরাক্ত দোলে॥

কোটরে প্রবিষ্ট তাঁর আরক্ত নয়ন,
শত বজ্রপাত সম ঘন হুহুঙ্কারে।
কাঁপাইয়া ত্রিভুবন পর্ব্বত কানন,
জাগাইল প্রতিধ্বনি দিগ্ দিগন্তরে॥

পড়িল সবেগে ভীমা অসুর মাঝার,
মথিল অসুর সৈন্য মহা পরাক্রমে।
নাশিল অনেক বীর করি মহামার,
ভক্ষিল অসুর দল ব্যাদিত বদনে ॥

বিবৃত বদনে ধরি প্রমত্ত বারণ,
সহিত রক্ষক যোদ্ধা ঘণ্টা আভরণ।
অসংখ্য তুরগ যোদ্ধা সারথি স্যন্দন,
ভক্ষিতে লাগিলা ভীমা করিয়া চর্ব্বণ ॥

রণরঙ্গে মাতিল ভবানী।
ধরি কেশপাশ,
করিল বিনাশ,
অসংখ্য অসুর মহারণে।
ধরি গ্রীবা দেশ,
দানব অশেষ,
পাঠাইলা কৃতান্ত ভবনে ॥

চরণে দলিত,
উরসে মর্দ্দিত,
ছাড়িল পরাণ কোলাহলে।
হেরিয়া বিষম,
অমর দমন,
ছাইল গগণ অস্ত্রজালে ॥

মুক্ত প্রহরণ,
করিল চর্ব্বণ,
ধরি ভীমা ব্যাদিত বদনে।
কেহবা মর্দ্দিত,
কেহবা ভক্ষিত,
কেহ হত দেবীর তাড়নে॥

খড়্গাঘাতে হত,
খট্টাঙ্গে তাড়িত,
দন্তাঘাতে হইল নিধন।
বলক্ষয় হেরি,
চণ্ড অমরারি,
দেবী প্রতি করিল ধাবন॥

বর্ষি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দল,
চণ্ডাসুর মহাবল,
আচ্ছাদিল ভীমাক্ষীর
ভীষণ বদন।
মুণ্ড করিল ক্ষেপণ,
মহাচক্র প্রহরণ,
চতুর্দ্দিকে দেবী অঙ্গ
করিল বেষ্টন॥

প্রবেশি দেবী বদন,
শোভিল শায়কগণ,
নবীন নীরদে যেন
সূরয কিরণ।
ব্যাদিত বিবরানন,
গর্জ্জিল জলদ সম,
উজ্জ্বল দশনাবলি
ভাতিল বিষম॥

সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণা,
কালী করাল বদনা,
সৌদামিনী সম বেগে
ধাইল ভীষণ।
ধরি চণ্ডের কুন্তল,
প্রহারিল মহাবল,
খড়্গাঘাতে তার মুণ্ড
করিলা ছেদন॥

চণ্ডের নিধন হেরি,
মুণ্ড সুরগণ অরি,
কৃপাণ করেতে ধরি
ধাইলা গগণে।

ক্রোধে পূর্ণা দিগম্বরী,
মুণ্ডকেশ করে ধরি,
খড়্গাঘাতে শির কাটি
পাড়িলা প্রাঙ্গনে ॥

মহাবীর্য্য চণ্ড মুণ্ড,
মহারণে ছিন্ন মুণ্ড,
হেরি সৈন্য চতুর্দ্দিকে
করিল গমন।
চণ্ড মুণ্ড শির ধরি,
অট্টহাস্যে দিক পূরি,
চণ্ডীরে সম্ভাষি কালী
বলিলা বচন ॥

এই রণ যজ্ঞভূমে,
চণ্ড মুণ্ড পশুভ্রমে,
মহাবলি রূপে দেবি
করহ গ্রহণ।
মম ব্রত উদ্‌যাপন,
হ'ল দেবী এই ক্ষণ,
স্বয়ং শুম্ভ নিশুম্ভেরে
করিও নিধন ॥

চণ্ড মুণ্ড শির ধরি,
কালী সমাগতা হেরি,
মধুর ঝঙ্কারে চণ্ডী
বলিলা বচন।
চণ্ড মুণ্ড নিপাতনে,
তব কীর্ত্তি সুলোচনে!
চামুণ্ডা বলিয়া লোকে
করিবে ঘোষণ॥

চণ্ড মুণ্ড বধঃ॥

ঋষিরুবাচ।

চণ্ড মহাসুর হত মুণ্ডের নিধন,
অসংখ্য দানব ক্ষয় দেবীর সংগ্রামে।
শুনিয়া অধীর কোপে অমর দমন,
ভীষণ সমর শয্যা করিল বিক্রমে॥

আজ্ঞা দিল শুম্ভ বীর সাজ রণ-রঙ্গে,
ষড়শীতি সেনাপতি সমরে অজিত।
চতুরশীতি কম্বু স্বীয় বল সঙ্গে,
সমুন্নত প্রহরণ চতুরঙ্গে বেষ্টিত॥

কোটী বীর্য্য পঞ্চাশত ধৌম্র শততম,
কালক দৌহৃত মৌর্য্য দানব প্রধান।

মহা মহা দৈত্যবংশ রণে অনুপম,
সাজরে সমরে সবে উলঙ্গি কৃপাণ ॥

প্রচারি আদেশ শুম্ভ ভৈরব শাসন,
চতুরঙ্গে তরঙ্গিত দানব বেষ্টিত।
বাহিনীর ভীমনাদে নিনাদি গগণ,
উতরিল যথা গৌরী রণে উল্লাসিত ॥

সমাগত মহা সৈন্য হেরি ত্রিনয়নী,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার কোদণ্ড টঙ্কারে।
পূরিলেন দশ দিশ দানব দলনী,
শত শত বীর মন্দ্র ভেদিল অম্বরে ॥

দেবীর বাহন সিংহ গর্জ্জিল ভীষণ,
গরজে জলধি যবে পূর্ণ সুধাকর।
দেবী কর সুশোভিত ঘণ্টার নিস্বন,
উভে মিলি ঘোর শব্দে পূরিল অম্বর ॥

শুনিয়া তুমুল শব্দ সরোষ অন্তরে,
অগণিত দৈত্যগণ করিল বেষ্টন।
মৃগেন্দ্র চামুণ্ডা চণ্ডী, ধাইল সমরে,
অবরোধি দিকদশ অবনী গগণ ॥

বধিতে অসুরগণ সুরথ নৃপতি!
স্বীয় স্বীয় বল বীর্য্য করি নিষ্ক্রমণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র শিব দেব সেনাপতি,
নিজ নিজ রূপ ধরি দিলা দরশন ॥

দেব দেহ আবির্ভূত দেবশক্তি দল,
স্বীয় স্বীয় রূপ ধরি ভূষণ বাহন।
কাঁপাইয়া ত্রিভুবন ভূধর ভূতল,
মথিল অসুর দল করি মহারণ ॥

অক্ষ মালা কমণ্ডলু করিয়া ধারণ,
ব্রহ্মা আসিলেন রণে মরাল বিমানে।
অপূর্ব্ব ব্রহ্মার শক্তি সৃজন কারণ,
ব্রহ্মাণী নামেতে উহা খ্যাত ত্রিভুবনে ॥

মাহেশ্বরী মহাশক্তি ত্রিশূল ধারিণী,
বৃষোপরি আরোহণে পশিলা প্রাঙ্গনে।
পন্নগ বলয় করে সংহার রূপিণী,
অর্দ্ধেন্দু শোভিত ভালে কৃতান্ত বিক্রমে ॥

কুমার নিঃসৃতা শক্তি মহতী কৌমারী,
মনোহর শিখীপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দিব্য দিব্য প্রহরণ দীর্ঘ করে ধরি,
নাশিলা দানব সেনা করি মহারণ ॥

বৈষ্ণবী মহতী শক্তি জগত পালিনী,
শঙ্খ চক্র গদা ধনু খড়্গ করে ধরি।

আরোহি পক্ষীন্দ্র পৃষ্ঠে শুভ্রা সুলোচনী,
সমরে আসিলা দেবী রূপে মুগ্ধ করি॥

বিষ্ণুর বারাহী-শক্তি ব্যাদিত অধরে,
বিকট দশন মেলি ভ্রমিতে লাগিল।
উৎপাটি তারকারাজি কম্পিত কেশরে,
ভীমা নারসিংহী শক্তি সঘনে গর্জ্জিল॥

সুরেন্দ্র নিঃসৃতা শক্তি ঐন্দ্রী মহাকাল,
ঐরাবত গজারূঢ়া সহস্র লোচনা।
প্রখর বজ্রাস্ত্রকরে, বর্ষি শরজাল,
পশিলা সংগ্রামে যেন কৃতান্ত প্রতিমা॥

দেব মহাশক্তি দ্বারা হইয়া বেষ্টিত,
গম্ভীর নিস্বনে শিব বলিলা বচন।
হে চণ্ডিকে! কর মম মন উল্লাসিত,
সত্বরে বধিয়া আজি অসুর ভীষণ॥

দেবীর বরাঙ্গ হ'তে সংহার রূপিনী,
জনম লভিল ভীমা শিবা শততম।
আরক্ত নয়না সবে বিকট নাদিনী,
আরম্ভিলা মহারণ যুদ্ধে অনুপম॥

ধূম্রজটা বিজড়িত ভীম মহেশ্বরে.
সাদরে বলিলা দেবী অজিতা আহবে।

যাও দেব ! যথা শুম্ভ নিশুম্ভ বিহরে,
দূত রূপে মম বাক্য বলিবে দানবে ॥

অতিশয় দর্পে মত্ত দানব প্রধান,
তব দর্প বিচূর্ণিত হইবে সত্বরে।
ইচ্ছা যদি থাকে তব রাখিতে পরাণ,
ত্বরায় প্রবেশ কর পাতাল গভীরে ॥

ত্রৈলোক্যের আধিপত্য যজ্ঞাংশ ভক্ষণ,
করিবেন দেবগণ পূর্ব্ব প্রথামত।
পাইবেন পুরন্দর অমর ভবন,
দেবগণ স্বীয় কার্য্যে হইবেন রত ॥

একান্ত বাসনা যদি থাকে তব রণে,
মিটাব সংগ্রাম সাধ হও অগ্রসর।
তৃপ্তিলাভ করিবেক মম শিবাগণে,
ভক্ষিয়া অসুর মাংস দানব শিখর !

এইরূপে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত শঙ্কর,
শিবদূতী নামে তিনি খ্যাত ত্রিভুবন।
উতরিয়া পুরোভাগে দানব ঈশ্বর,
সবিস্তারে বিবরিলা দেবীর বচন ॥

শঙ্কর বচন শুনি অমর দমন,
আরক্ত অধর ক্রোধে আরক্ত নয়ন।

কাত্যায়ণী পুরোভাগে করিয়া গমন,
আরম্ভিল মহারণ বর্ষি অস্ত্রগণ ॥

দানব প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র স্বষ্টি শক্তি শর,
আবরিল দেবী অঙ্গ বরষার ধার।
কোদণ্ড টঙ্কারি দেবী প্রফুল্ল অন্তর,
কাটিলেন শক্র শূল চক্র ও কুঠার ॥

শূলাঘাতে বিদারিত,
খট্টাঙ্গতে বিমর্দ্দিত,
অনেক অসুর দেবী
করিলা নিধন।
সঘনে কেশরী নাদ,
বজ্র সম অস্ত্রপাত,
অসুরের আর্ত্তনাদ,
হইল ভীষণ ॥

অসুরের বীর্য্য হত,
করিলেন অবিরত,
ব্রহ্মাণী করি নিক্ষেপ
কমণ্ডলু জল।
শৈবানী ত্রিশূলে হত,
বৈষ্ণবী চক্রে নিহত,

ভূতলে হইল পাত,
অসুরের দল ॥

অসুরের বক্ষ শত,
ঐন্দ্রী বজ্রে বিদারিত,
উদ্‌গারি রকত কত
পড়িল ভূতলে।
ভীষণ শূকরাকার,
দশনে করি বিদার,
বিনাশিলা দৈত্য সেনা
পাড়ি ক্ষিতিতলে ॥

নরসিংহ রূপধরি,
গর্জ্জনে অম্বর পূরি,
নখাগ্রে বিদার করি
অসুরের বক্ষ মুণ্ড
ভ্রমিতে লাগিল।
অট্টহাস্যে পূরি গগণ,
শৈবানী করিলা রণ,
মথিয়া দানব গণ,
সমরে অনেক দৈত্য
ভক্ষিতে লাগিল ॥

মাতৃগণ-মহামার করিয়া দর্শন,
পলাইল চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গ বীর।
হেরি রক্তবীজ ক্রোধে আরক্ত নয়ন,
আরম্ভিল মহারণ সহিত দেবীর॥

অদ্ভুত অসুর সেই ভীম পরাক্রম,
অস্ত্রাঘাতে কভু তার না হয় নিধন।
এক বিন্দু রক্ত তার হইলে পতন,
জনমে অমনি এক বীর ততক্ষণ॥

গদা হস্তে ঐন্দ্রী সাথে যুঝিতে লাগিল,
প্রহারিল ইন্দ্র শক্তি বজ্র প্রহরণ।
বজ্রাঘাতে যেমন তার রুধির ক্ষরিল,
জন্মিল তত্তুল্য বীর সমপরাক্রম॥

সেই পরিমাণ রক্ত হইল ক্ষরণ,
সেই পরিমাণ বীর জনম লভিলা।
এইরূপে রক্ত হ'তে বীর অগণন,
জনম লভিয়া সবে রণ আরম্ভিলা॥

এইরূপে অগণন বীর ভয়ঙ্কর,
রক্তবীজ সমাকৃতি সম পরাক্রম।
ধরি তীক্ষ্ণ প্রহরণ আয়ুধ বিস্তর,
মাতৃগণ সহ যুদ্ধ করিল বিষম॥

ঐন্দ্রী যবে মহাবজ্র করি নিক্ষেপণ,
হানিল অসুর-শিরে, অমনি ক্ষরিল
রুধির সহস্রধারে ক্ষরপ্রস্রবণ,
সহস্র সহস্র বীর গর্জ্জিয়া উঠিল॥

বৈষ্ণবীর মহাচক্র ঐন্দ্রী প্রহরণ,
ছেদিলে বীরের গাত্র, শোণিত ক্ষরিল।
শত শত রক্তবীজ লভিয়া জীবন,
হুঙ্কারি বিষম নাদে জগত ব্যাপিল॥

নেহারি বিষম,
ভীত মাতৃগণ,
স্বীয় স্বীয় প্রহরণ,
করিল বর্ষণ।
শূল মাহেশ্বরী,
শকতি কৌমারী,
বারাহী কৃপাণে দৈত্য,
হইল ঘাতন॥

রক্তবীজ বর,
ক্রোধিত অন্তর,
হানে গদা বারম্বার
দেবশক্তি গণে।

রক্তবীজগণ,
করিল বেষ্টন,
এক এক মহাশক্তি,
সমর প্রাঙ্গণে ॥

বিস্তারি বিক্রম,
মাতৃকা সগণ,
অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজ,
আহত করিল।
বহিল যেমন,
রক্ত-প্রস্রবণ,
অমনি সহস্রাসুর,
গর্জ্জিয়া উঠিল ॥

অসুর-রকত,
প্লাবিল জগত,
রকত-সম্ভব বীর,
ব্যাপিল ভুবনে।
হেরি মাতৃগণ,
বিষাদিত মন,
চাহিল অম্বিকা পানে,
বিষণ্ণ বদনে ॥

বিষণ্ণ বদন,
হেরি মাতৃগণ,
চামুণ্ডার প্রতি চণ্ডী,
বলিলা বচন।
বিস্তারি বদন,
গগন, ভুবন,
নিহত অসুর-রক্ত,
করহ শোষণ॥

শোণিত সম্ভব,
মহাসুর সব,
মম অস্ত্রে হত করিবে ভক্ষণ।
হবে সাবধান,
বিন্দু পরিমাণ,
শোণিত ভূতলে না হয় পতন॥

এরূপে ভক্ষণ,
অসুরে নিধন,
কর বিচরণ সমর প্রাঙ্গণে
মধ্যে ক্ষণ কাল,
হবে হীন বল,
রক্তবীজ দল শোণিত শ্রাবণে॥

পূরা'তে বাসনা,
করাল-বদনা,
বিবৃত বদনে ব্যাপিলা গগন।
দেবীশূল হত,
দানব-শোণিত,
পয়োধি প্রমাণ করিলা ভক্ষণ ॥

করিয়া আস্পর্দ্ধা
ঘুরাইয়া গদা,
অসুর দেবীকে করিল ঘাতন।
কিঞ্চিত বেদনা,
দেবী পাইল না,
শক্তি-শক্তি-সহ হইল মিশ্রণ ॥

দেবী অস্ত্রে বৃত,
রক্তবীজ ক্ষত,
স্রাবিল শোণিত অগণিত ধারে।
ব্যাদিত বদনা,
চামুণ্ডা-রসনা,
পিয়িল শোণিত প্রফুল্ল অন্তরে ॥

স্রাবিত রকত,
করিল উদ্ভব,

অনন্ত দানব দেবীর মুখে।
চামুণ্ডা ভীষণ,
করিলা ভক্ষণ,
দৈত্য অগণন পরম সুখে॥

রক্তবীজ-রক্ত,
হইলে ক্ষরিত,
আনন্দে চামুণ্ডা করিলা পান।
মারি শূল, বাণ,
বজ্র খরশান,
নাশিলা দেবী অসুর পরাণ॥

রক্তশূন্য রক্তবীজ নৃপতি নন্দন!
নিহত দেবীর অস্ত্রে ভূতলে পড়িল।
পয়োধি প্রমাণ রক্ত করিয়া ভক্ষণ,
মহানন্দে মাতৃগণ নাচিতে লাগিল॥

ইতি রক্তবীজ বধ।

ষষ্ঠ সর্গ।

নিশুম্ভ বধোপাখ্যান।

রাজোবাচ।

এই অপূর্ব্ব চরিত,
দেবীর মাহাত্ম্য-গীত,
ভবত আখ্যাত আহা
কিবা মনোহর।
উত্তাল জলধি সম,
ভক্তিপূর্ণ মন মম,
উথলিল শুনি এই,
গীত সুধাকর॥

রক্তবীজ হত শুনি,
কি করিল দৈত্যমণি,
কোপে পরিপূর্ণ সদা,
অসুর অন্তর।
বিবরিয়া মুনিবর,
কহ শুনি পূর্ব্বাপর,
পরম সুন্দর গাথা,
অতি মনোহর॥

ঋষিরুবাচ।

রণে রক্তবীজ হত,
বহু সৈন্য নিপতিত,
শুনি শুম্ভ বজ্রাহত,
ক্রোধিত অন্তর।
সহ মুখ্য সেনাপতি,
নিশুম্ভ দনুজ-পতি,
চলিল সদর্পে অতি,
শৈলেন্দ্র শিখর॥

নিশুম্ভের পুরোদেশে,
পশ্চাৎ ও পৃষ্ঠদেশে,
চলিল শিক্ষিত সেনা,
সংখ্যা অগণন।
ক্রোধে বিস্ফুরিতানন,
অধর করি দংশন,
চলিল সদর্পে দেবী,
করিতে নিধন॥

প্রাবৃটের ধারা সম,
বর্ষি অস্ত্র নিরুপম,

পশিল সমরে শুম্ভ,
নিশুম্ভ ভীষণ।
অসুরের শরজাল,
নাশি শক্তি মহাকাল,
তীক্ষ্ণ বাণে দৈত্যদ্বয়,
করিলা ঘাতন॥

নিশুম্ভ ধরিয়া করে,
তীক্ষ্ণ অসি চর্ম্ম বরে,
হানিল সুদৃঢ় করে,
কেশরী উদ্ধত।
ভীমাস্ত্র খুরপ্র ধরি,
কাটিলেন মহাগৌরী,
নিশুম্ভের অসি চর্ম্ম,
মণি বিভূষিত॥

খড়গ চর্ম্ম ছিন্ন হেরি,
কোপিল দনুজ হরি,
মহাশক্তি দেবী প্রতি,
করিল ক্ষেপণ।
মহাশক্তি মহা রাগে,
আসিতে লাগিল বেগে,

চক্র অস্ত্রে দেবী উহা,
করিলা ছেদন ॥

মহাশক্তি ব্যর্থ হেরি,
অধর দংশন করি,
মহাসুর শূল ধরি,
করিল ক্ষেপণ !
দেবী প্রসারিত করে,
ধরিলেন অস্ত্রবরে,
মুষ্টাঘাতে শূল অস্ত্র,
করিলা চূর্ণন ॥

শূল অস্ত্র বিচূর্ণিত,
ক্রোধে দৈত্য বিস্ফুরিত,
ভীম গদা ঘুরাইয়া,
নিক্ষেপ করিলে
চণ্ডিকা ত্রিশূল ধারে
নাশিলেন অস্ত্রবরে
ভস্মে পরিণত গদা,
মিশিল অনিলে ॥

বধিতে অসুর অরি,
কুঠার করেতে ধরি,

ধাইল নিশুম্ভ বীর,
ক্রোধিত আননে।
ত্রিনয়নী মহাবীরে,
বিন্ধিয়া সুতীক্ষ্ণ তীরে,
পাড়িলেন ভূমিতলে,
সমর প্রাঙ্গণে॥

অমিত বিক্রমধারী,
নিশুম্ভ পতিত হেরি,
বধিতে অম্বিকা শুম্ভ,
ধাইল সমরে।
নানাবিধ প্রহরণ,
অষ্ট করে সুশোভন,
উচ্চ রথে চড়ি বীর,
ব্যাপিল অম্বরে॥

হেরি বীর পরাক্রম,
চমকিলা মাতৃগণ,
স্পর্শিয়াছে রথচূড়া,
গগন প্রাঙ্গণ।
সুদীর্ঘ আয়ুধকর,
ব্যাপিয়াছে দিগন্তর,

অসুর মূরতি পূর্ণ,
অসীম গগন ॥

হেরি শুম্ভ উত্তেজিত,
ত্রিনয়নী উল্লাসিত,
করিলেন শঙ্খনাদ,
কিবা ভয়ঙ্কর।
করি কোদণ্ড টঙ্কার,
ঘণ্টাধ্বনি ভয়ঙ্কর,
তুমুল নির্ঘোষে দেবী,
পূরিলা অম্বর ॥

ঘন ঘন বীরনাদে,
স্তবধ দানব সবে,
প্রকাণ্ড কেশরী এবে,
করিল গর্জ্জন।
শুনি কেশরী গর্জ্জন,
অস্থির দ্বিরদগণ,
স্তম্ভিত আকাশ, পৃথ্বী,
দিক্‌পালগণ ॥

উঠি শূন্যে মহাকালী,
ঘন দিলা করতালি,

বসুধা কম্পিতা তাঁর,
হস্তের তাড়নে।

হইল তুমূল শব্দ,
দৈত্য দল ভীত স্তব্ধ,
ঢাকিল অপর শব্দ,
গম্ভীর নিস্বনে॥

শিবদূতী অট্ট হাস্য,
বিষাদিল দৈত্যআস্য,
ত্রাসিল অসুর মন,
ভীষণ হসনে।

ক্রোধে কম্পিত অধর,
শুম্ভ দনুজ ঈশ্বর,
পূরিল দানব সৈন্য,
নবিন উদ্যমে॥

হেরি ভয়ের সঞ্চার,
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ দুরাচার"
মহাদেবী বারংবার,
বলিলা শুম্ভেরে।

আকাশে অমর গণ,
করি জয় নাদ ঘন,

পুষ্পাসার বরষিলা,
দেবী শিরোপরে ॥

অগ্রসরি শুম্ভবীর,
লক্ষ করি দেবী শির,
প্রখর উজ্জ্বল শক্তি,
করিল ক্ষেপণ।
জ্বলন্ত উল্‌কার সম,
ছুটি ভীম প্রহরণ,
আসিতে লাগিল যেন,
দীপ্ত হুতাশন ॥

হেরি শক্তি নিরুপম,
উল্লাসিত দেবীমন,
নিক্ষেপি মহোল্‌কা শক্তি,
করিলা সংহার।
শক্তির সংহার হেরি,
মহা কোপে অন্দরারি,
বীর দর্পে সিংহনাদ,
করিল বিস্তার ॥

ঘন ঘন হুহুঙ্কার,
ছাড়ি বীর ভয়ঙ্কর,

কম্পিতা করিল পৃথ্বী,
গগন ভূধর।
নীরেন্দ্র নির্ঘোষ জিনি,
জাগাইল প্রতিধ্বনি,
আকাশ সম্ভবা বাণী,
নাশিল হুঙ্কার ॥

নবীন নীরদ সম,
বর্ষি বাণ অগণন,
ঢাকিল দেবীব অঙ্গ,
শর আবরণে।
দেবী প্রফুল্ল অন্তরে,
বিনাশি অসুর শরে,
হানিলা শুম্ভের অঙ্গ,
সুতীক্ষ্ণ ঘাতনে ॥

হেরী দৈত্যেন্দ্র বিক্রম,
আরক্ত দেবী বদন,
সকোপে হানিলা শূল,
শুম্ভ বক্ষ পরে।
বজ্র সম প্রহরণ,
মর্ম্মে.বিধি নিদারুণ,

মূর্চ্ছিত হইয়া শুম্ভ,
পড়িল সমরে ॥

সত্বর লভিয়া জ্ঞান,
শুম্ভ মহা বলবান,
আকর্ষি কার্ম্মূক বাণ,
আরম্ভিলা রণ।

বর্ষি ঘন শরজাল,
বিন্ধিলেক মহাবল,
চণ্ডিকা, কালী করাল,
অম্বিকা বাহন ॥

বিস্তারি অযুত কর,
দিতিসুত ভয়ঙ্কর,
বর্ষি মহাচক্র বর,
আবরিল সতী।

মহাকাল স্বরূপিণী,
দুর্গা দুর্গতি নাশনী,
ছেদিয়া অসুর চক্র,
পাড়িলেন ক্ষিতি ॥

শুম্ভ-চক্র ব্যর্থ হেরি,
নিশুম্ভ অমর অরি,

ভীমগদা করে ধরি,
আরম্ভিল রণ।

নিশিত অসিরধারে,
কাটিলেন দেবী তারে,
নিশুম্ভ শূলাস্ত্র করে,
করিল ধারণ॥

শূলাস্ত্র করেতে ধরি,
নিশুম্ভ আগত হেরি,
মহাদেবী স্বীয় শূল,
নিক্ষেপ করিল।

উল্কা শিখা সমশূল
নিশুম্ভ হৃদে সমূল
বিন্ধিল, সহস্র ধারে
শোণিত ক্ষরিল॥

অমনি অপর বীর,
ভেদি নিশুম্ভ শরীর,
গর্জ্জিয়া উঠিল যেন,
উর্ম্মী জলধির।

বিকাশি দশন শ্রেণী,
সম্বোধিল ত্রিনয়নী,

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি বীর,
নাদিল গভীর॥

মহাদেবী ফুল্ল-মন,
উচ্চে হাসি ঘনঘন,
খড়্গাঘাতে বীর শির,
করিলা ছেদন।

চণ্ডিকা বাহন হরি,
ভীষণ নিনাদ করি,
অসুরের গ্রীবা চিবি,
করিল ভক্ষণ॥

অসুর নিধন হেরি আনন্দিত দেবগণ।
নিয়োজিল নিজশক্তি সৈন্য নিধন কারণ॥
ভীমা শিবদূতী ভক্ষিলা অসুরে,
কৌমারী পাড়িলা শকতি প্রহারে।
দেবারি বিক্রম ভীম রণস্থলে,
ব্রহ্মাণী নাশিলা মন্ত্রপূত জলে।
শৈবাণী ত্রিশূলে পাড়িলা অসুরে,
বারাহী ঘাতিলা মস্তক প্রহারে।
বৈষ্ণবীচক্রে করি খণ্ড বিখণ্ড,
ছেদিলা দানব শরীর ও মুণ্ড।

ঐন্দ্রীবজ্র করি ঘন ঘন পাত,
অবশিষ্ট সৈন্য করিলা নিপাত।
মুমূর্ষু দানব কতিপয় জন,
সমর ছাড়ি করিল পলায়ন ॥

ইতি নিশুম্ভ বধঃ ॥

সপ্তম সর্গ।

শুম্ভ বধোপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ।

প্রাণসম প্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত,
নিহত দানব সেনা মুখ্য সেনাপতি।
শোকে জর্জ্জরিত শুম্ভ ক্রোধে উন্মাদিত,
গম্ভীরে বলিল বীর কাত্যায়নী প্রতি ॥

মা কুরু বিক্রম দুর্গে! পরবল মানিনি,
নিজশক্তি ধরি রণ না করিলে অভয়ে!
বৈষ্ণবী বারাহীসহ কৌমারী ব্রহ্মাণী,
সমর করিছ তুমি পরবল সহায়ে ॥

দেব্যুবাচ।

ভেদপূর্ণ তব মন দুষ্ট মন্দমতি,
মমসত্তা ভিন্ন আর কি আছে জগতে।
দেবতা শকতি সবে আমার বিভূতি,
আমাতে বিলীন হবে তোমার সাক্ষাতে ॥

ঋষিরুবাচ।

অনন্তর দেবশক্তি ব্রহ্মাণী প্রভৃতি,
বিশ্বরূপা দেহমধ্যে করিলা প্রবেশ।
কেবল রহিল এক বিরাট মূরতি,
ব্যাপিয়া গগন পৃথ্বী অনন্ত অশেষ ॥

দেব্যুবাচ।

আমার বিভূতি সব অসুর প্রধান,
প্রবিষ্ট হইল এবে আমার শরীরে,
একমাত্র আমি দেখ আছি বিদ্যমান,
স্থির চিত্তে যুদ্ধ কর নির্ভয় অন্তরে ॥

ঋষিরুবাচ।

অনন্তর আরম্ভিল ভীষণ সমর,
দেব্যাসুর মহাযুদ্ধ অতীত বর্ণন।
ভীত্র দনুজদল হেরি ভয়ঙ্কর,
বিস্ময়ে প্লাবিত মন সুরেন্দ্রাদিগণ ॥

উভয়ের হস্ত চ্যুত দিব্য প্রহরণ,
ঢাকিল ভাস্কর প্রভা অনন্ত অম্বর।
উভয়ের হুহুঙ্কার ধনুর্জ্যা নিস্বন,
কাঁপিল জলধি আর ভূতল ভূধর॥

দেবীহস্ত পরিত্যক্ত খর শর জাল,
অনায়াসে মহাদৈত্য করিল সংহার।
শুম্ভাসুর প্রহরণ দেবী মহাকাল,
কাটি পাড়িলেন ক্ষিতি করি হুহুঙ্কার॥

এক শত দিব্যশরে শুম্ভ মহাবীর,
আবরিল দেবী অঙ্গ দুর্জ্জয় বিক্রমে।
কুপিতা সন্তপ্তাদেবী ছাড়ি তীক্ষ্ণ তীর,
কাটি পাড়িলেন তার দীর্ঘ শরাসনে॥

শরাসন ছিন্ন হেরি অমর দলন,
ভীম শক্তি করে নিল করি হুহুঙ্কার।
চক্র অস্ত্র মহাদেবী করিয়া ক্ষেপণ,
কাটি পাড়িলেন তার শক্তি অস্ত্রবর॥

শক্তিব্যর্থ হেরি ক্রোধে দানব ঈশ্বর,
সদর্পে লইল অসি চর্ম্ম প্রভাময়।
ঘন ঘন বীর নাদে পূরিয়া অম্বর,
ধাইল দেবীর প্রতি নির্ভয় হৃদয়॥

নেহারি অসুর বীর্য্য ভীষণ ধাবন,
নিক্ষেপিলা ধনু হইতে দেবী শরদ্বয়।
কাটিয়া পাড়িল বাণ যেন হুতাশন,
অসুরের দীর্ঘ অসি চর্ম্ম প্রভাময়॥

রথাশ্ব কার্ম্মুক হীন সারথি বিহীনে,
মহাদৈত্য ভীমতেজে লইল মুদ্গর।
কাটিলা মুদ্গার দেবী সুশাণিত বাণে,
বজ্রমুষ্টি ধরি বীর ধাইল সত্বর॥

প্রহারিল মুষ্টি বীর দেবীর হৃদয়ে,
গিরিশৃঙ্গদ্বয় মধ্যে অশনি সম্পাত।
মহানাদে হিমাচল টলিল সভয়ে,
জনমিল ব্যোম পথে পবন নির্ঘাত॥

কুপিতাসংক্ষুব্ধা দেবী অসুর আঘাতে,
প্রহারিলা করতল অসুর উরসে।
পড়িল ভূতলে শুম্ভ বিকট নিনাদে;
পড়ে যথা গিরিশৃঙ্গ নিম্ন সানুদেশে॥

গর্জ্জিয়া উঠিল বীর মূরতি বিশাল,
সহস্র করেতে ধরি বিরাট কামিনী॥
উরধে উঠিল যেন তরঙ্গ উত্তাল,
নবীন নীরদ কোলে দীপ্ত সৌদামিনী॥

আশ্রয় বিহীনা দেবী উর্দ্ধ ব্যোম পথে,
যুঝিলা অনেক ধরি বাহু প্রহরণ।
করি ভীম বাহু যুদ্ধ অসুরের সাথে,
পাড়িলেন ক্ষিতিতলে করিয়া ঘূর্ণন॥

ভূমিতলে পড়ি বীর উঠিল অমনি,
বজ্রকরে দেবী দেহ করিল প্রহার।
আরক্ত নয়ন ক্রোধে মত্ত ত্রিনয়ণী,
শূলাঘাতে বীর বক্ষ করিলা বিদার॥

দেবী শূলে বিদারিত তিরোহিত জ্ঞান,
উচ্চ হৈতে পড়ি বীর হারাইল প্রাণ
পড়ে যথা গিরিশৃঙ্গ উন্নত শিখর,
ভীম ভূকম্পনে যবে কম্পিত ভূধর।
দুরাত্মা অসুর বধে সমস্ত ভুবন,
প্রশান্ত সুধীর ভাব করিল ধারণ।
নির্ম্মল নীলিমা পূর্ণ হইল গগন,
বহিল প্রশান্ত ভাবে নদী প্রস্রবণ।
মহানন্দে পরিপূর্ণ সুরেন্দ্রাদি গণ,
বর্ষিলা দেবীর শিরে পুষ্প অগণন।
বাজিল ত্রিদিব বাদ্য নাচিল অপ্সরা,
গাইল অমর বালা আনন্দে অধীরা।

গন্ধর্ব্বের তূর্য্য ধ্বনি পূরিলা অম্বর,
ভাসিল আনন্দনীরে গন্ধর্ব্ব অমর।
বহিল প্রশান্তভাবে দেব প্রভঞ্জন,
বিকাশিলা হৈমপ্রভা সহস্র কিরণ।
ভাতিল উজ্জ্বল তেজে দেব হুতাশন,
সুন্দর আলোকে পূর্ণ হইল ভুবন॥

ইতি শুম্ভ বধঃ॥

অষ্টম সর্গ।

দেবী স্তুতি।

ঋষিরুবাচ।

দৈত্যকুল নিপতিত, দৈত্যরাজ্য তিরোহিত,
দৈত্যপতি নিহত সমরে।
অমর গন্ধর্ব্বগণ, আনন্দেতে পূর্ণ মন,
ভাবে রাজ্য পাইবে সত্বরে॥

দেবতা গন্ধর্ব্বগণ, পুরোভাগে হুতাশন,
আনন্দেতে করিলা গমন।
যেথা বিরাজেন সতী, ত্রিনয়নী হৈমবতী,
এইরূপে করিলা স্তবন॥

দুর্গে দুর্গতি হারিণি, শরণাগত তারিণি,
রক্ষা কর সংসার দুর্গমে।
অখিল ঈশ্বরী তুমি, জগতের প্রাণ ভূমি,
কৃপা কর জগত জীবনে॥

ক্ষিতিরূপে বিস্তারিত, ধর প্রাণী অগণিত,
তুমি মাগো জগত আধার।
জলরূপ পারাবারে, ব্যাপ্ত তুমি ত্রিসংসারে,
তব শক্তি বহে শত ধার॥

বৈষ্ণবী শকতি রূপে, বিরাজিতা সর্ব্বভূতে,
তুমি মাগো জগত কারণ।
মায়ারূপে সর্ব্বপ্রাণ, মোহিতেছ অবিরাম,
তব বীর্য্য অতীত বর্ণন॥

তোমাকে প্রসন্ন করি, সংসার কান্তার তরি,
তুমি মাগো মুকতি নির্ব্বাণ।
বিদ্যারূপে প্রকাশিত, বেদতন্ত্রে বিকাশিত,
প্রদেহ সকলে তত্ত্ব জ্ঞান॥

বিশ্বের রমণীগণ, তবাংশে লভি জনম,
মাতৃরূপে বিশ্বে বিদ্যমান।
তাদের জননী তুমি, জগদম্বা সনাতনি
জগত জননী তব নাম॥

সর্ব্ববিশ্বে বিকাশিতা, সর্ব্বভূতে বিরাজিতা,
নাহি জানি কেমনে অর্চ্চিব।
সর্ব্বপ্রাণ বিস্বাধার, নাহি স্থান উপমার,
"শ্রেষ্ঠা" বলি কেমনে বর্ণিব॥

যে রূপ করি ধারণ, রক্ষিলা অমরগণ,
দৈত্যবংশ করিলা নিধন।
সেইরূপ অণুক্ষণ, পূজিছে অমরগণ,
জ্ঞানের গোচর অনুপম॥

যে মূরতি অনুরূপে, বিরাজিত সর্ব্বভূতে,
জ্ঞানাতীত অতীত বর্ণন।
উপমার রত্নাকর, শব্দরূপ পারাবার,
নাহি শক্তি করিতে কীর্ত্তন॥

সর্ব্বভূতে অবিরত, বুদ্ধিরূপে বিরাজিত,
তুমি মাগো বুদ্ধি স্বরূপিণী।
স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী, শিবে সর্ব্বার্থ দায়িনি,
নমোনমঃ দেবী নারায়ণি॥

কলাকাষ্ঠা রূপে স্থিতা, গণনে সর্ব্বদারতা,
জগতের আয়ু পরিমাণ।
অচিন্ত্য শকতি ধর, জগত সংহার কর,
নমোনমঃ কাল অবিরাম॥

সর্ব্ব কল্যাণ দায়িকে, শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
জগতের পালন কারিণি।
মহাদেবী ত্রিনয়নী, গৌরী নগেন্দ্র নন্দিনী,
নমোনমঃ কল্যাণদায়িণি॥

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনি, শক্তিরূপা সনাতনি,
গুণময়ি ত্রিগুণ ধারিণি।
শরণাগতের প্রাণ, করিতেছ পরিত্রাণ,
নমোনমঃ পতিত পাবনি॥

ব্রহ্মাণী রূপ ধারিণী, হংসরথা ত্রিনয়নী,
মহাশক্তি সৃজন কারিণী।
বারি কুশাভিমন্ত্রিত, সিঞ্চিতেছ অবিরত,
নমোনমঃ হোমাগ্নি রূপিণি ॥

চন্দ্র সর্প সুশোভিনি, মহাত্রিশূল ধারিণি,
মাহেশ্বরি বৃষভ বাহিনি।
ময়ূর কুক্কুটাসনে, অধিষ্ঠিতা মনোরমে,
নমোনমঃ কৌমারী রূপিণি ॥

শারঙ্গ আয়ুধবর, শঙ্খ চক্র গদা ধর,
প্রসীদ বৈষ্ণবি নারায়ণি।
ধর মহা চক্রবর, দশনে বসুধা ধর,
নমোনমঃ বরাহ রূপিণি ॥

নরসিংহ রূপ ধরি, নাশিলে অমর অরি,
ত্রিভুবন অরি বিনাশিনি।
নমঃ কিরীট ধারিণি, নমো বজ্র সুশোভিনি,
নমোনমঃ ঐন্দ্রী স্বরূপিণি ॥

শিবদূতী রূপ ধরি, নাশিলে অমর অরি,
বৃত্রাসুর সংহার কারিণি।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী, মহারবা হুহুঙ্করী,
নমোনমঃ শিবা নারায়ণি ॥

ভীষণ দশনাননে, মুণ্ডমালা বিভূষণে,
চামুণ্ডে মুণ্ড নিপাতিনি।
লক্ষিমলজ্জে পুষ্টি স্বধে, মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে ধ্রুবে,
নমোনমঃ ভক্তি স্বরূপিণি॥

বাগীশে মেধে পরমে, অণিমাদি বিভূষণে,
তুমি মাগো শিব সোহাগিনী।
তুমি সংহার রূপিনী, ললাট লিখন তুমি,
নমোনমঃ প্রেম স্বরূপিণি॥

বিশ্বরূপা মহেশরী, জগদম্বে দিগম্বরি,
দেবশক্তি সমষ্টি রূপিনি।
অসুরের মহাভয়ে, সদা শঙ্কিত অভয়ে,
নমোনমঃ দনুজ নাশিনি॥

সুন্দর বদন তব, ত্রিলোচনে বিভূষিত,
সর্ব্বভূত ভয় নিবারিণি।
যেই অগ্নি-শিখ-শূলে, বিনাশিলে দৈত্যকুলে,
রক্ষ সেই শূলে সংহারিণি॥

যেই ঘণ্টার নিস্বন, পরিব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
হীন তেজ সর্ব্ব দৈত্যগণ।
পিতা যেন পুত্রগণে, রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণে,
সেই মত রক্ষ সুরগণ॥

দৈত্য রুধিরে রঞ্জিত, দৈত্যমেধে বিজড়িত,
তবোদ্দীপ্ত প্রখর কৃপাণ।
রক্ষ সেই খড়গ বলে, তবাশ্রিত সুরদলে,
তবপদে সহস্র প্রণাম ॥

অশেষ রোগের শান্তি তব কৃপাবলে,
সংসারের মোহ জাল হয় বিদূরিত।
দহে সর্ব্ব মনস্কাম তব ক্রোধানলে,
বিঘ্ন না স্পর্শে যেই তব পদাশ্রিত ॥

যে বিবিধ রূপ ধরি করিলা নিধন,
ধর্ম্মদ্বেষি দৈত্যগণ বিষম সমরে।
অন্যকার নাহি শক্তি করিতে এমন,
অত্যাশ্চর্য্য তব কার্য্য এই চরাচরে ॥

সর্ব্ব বিদ্যা ধর তুমি জ্ঞান প্রদায়িনি,
গরুড়াদি ইন্দ্র জাল মনোমুগ্ধকরি।
তর্ক শাস্ত্র বেদ তন্ত্র তত্ত্ব বিধায়িনি,
তুমি সর্ব্ব প্রবর্ত্তক পরমাসুন্দরী ॥

এক করে জ্ঞান দান কর ত্রিনয়ণি,
বৈরাগ্য অস্ত্রেতে কাট সংসার শৃঙ্খল।
নিক্ষেপিছ অন্য করে অগণিত প্রাণী,
মোহ গর্ত্তে, হাবু ডুবু খাইছে সকল ॥

যথায় রাক্ষসগণ তীব্র বিষধর,
নিষ্ঠুর অরাতি দল দুষ্ট দস্যুগণ।
প্রজ্বলিত দাবানল উত্তাল সাগর,
তথায় তোমারি কৃপা রক্ষে বিশ্বজন॥

বিশ্বের ঈশ্বরী তুমি বিশ্বের কারণ,
পালিতেছ বিশ্বরাজ্য অনন্ত অঘোর।
ব্রহ্মাদি দেবতা সবে বিশ্বপতিগণ,
বন্দিছে তোমাকে মাতঃ! প্রেমেতে বিভোর॥

বিশ্বের আশ্রয় তুমি বিশ্বের জননী,
তব পদে যেই জন লভয়ে নির্ব্বাণ।
বিশ্বের আশ্রয় স্থল সেই মহা জ্ঞানী,
আত্ম সম হেরে বিশ্ব সেই আত্মবান্॥

যেইরূপে দৈত্য বধি করিলা উদ্ধার,
সমস্ত অমরগণে, রক্ষ সেই মত
ত্রিভুবন, নাশি পাপ অবনী মাঝার,
উপশম উপসর্গ দুঃখ অবিরত॥

বিশ্বার্ত্তি হারিণি দেবি, প্রসীদ কল্যাণি,
ত্রিভুবন নতশিরে করিছে প্রণাম।
তোমার চরণ তলে, শিব স্বরূপিণি,
প্রসন্না হইয়া সবে কর বর দান॥

দেব্যুবাচ।

আজি আমি বরদাত্রী সুরেন্দ্রাদিগণ!
জগত মঙ্গল জন্য মম অধিষ্ঠান।
জগতের হিত জন্য বর অনুপম,
যাহা ইচ্ছা বল দেব! করিব প্রদান॥

দেবাঊচুঃ।

যেইরূপে এইক্ষণ বরদে অভয়ে!,
সমূলে অসুর বংশ করিলা নিধন।
সেইরূপে পুনঃ, পুনঃ উৎপাত সময়ে,
আবির্ভূতা হবে দেবি করিলে স্মরণ॥

দেব্যুবাচ।

বৈবস্বত মন্বন্তরে অনাগত কালে,
অষ্টাবিংশ তমযুগে সুরগণ ধামে।
লভিবে জনম শুম্ভ নিশুম্ভ অকালে,
বধিবে অনেক সুর বিষম সংগ্রামে॥

যশোদা জননী গর্ভে নন্দগোপালয়ে,
লভিয়া জনম আমি ভ্রমিব শিখরে
বিন্ধ্যাচল শৈল শ্রেণী, প্রফুল্ল হৃদয়ে
বধিব অসুর দ্বয় সম্মুখ সমরে॥

অবতরি পুনর্ব্বার এই ধরাধামে,
ধরিয়া ভীষণ কায়া বধিব সমরে।
বৈপ্রচিত্ত নামে দৈত্য অজেয় সংগ্রামে,
ভাসিবে সমর ক্ষেত্র তাহার রুধিরে॥

সেই মহাসুর দেহ করিয়া ভক্ষণ,
পান করি প্রবাহিত শোণিতের ধার।
আরক্ত হইবে মম ব্যাদিত বদন,
দাড়িম্ব কুসুম সম দশন আমার॥

রকত উৎপল কলি দশন আমার,
বিস্ময়ে আকাশ পথে হেরি সুরগণ।
দেখিয়া মানবগণ অবনী মাঝার,
রকত-দন্তিকা বলি করিবে স্তবন॥

পুনরপি অনাবৃষ্টি শত বর্ষ ব্যাপি,
জনমিবে মহাত্রাস অবনী মণ্ডলে।
মেঘ শূন্য মহাকাশ জল শূন্য বাপী,
হইবে সন্তপ্তা ধরা ঘোর দাবানলে॥

দুর্ভিক্ষ কঙ্কালময়ী ব্যাদিয়া বদন,
ভক্ষিয়া বিশীর্ণ তনু অগণিত প্রাণী।
সর্ব্বত্র সুদীর্ঘ পদে করিবে ভ্রমণ,
মানুষের হাহাকারে পূরিবে ধরণী॥

হরিতে ভবের দুঃখ দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে হইয়া উদিত।
দেখিব জগত মেলি শতেক নয়ন,
শতাক্ষী নামেতে তাই হইব ঘোষিত ॥

সেই অনাবৃষ্টিকালে রক্ষিতে ভুবন,
ধরিব বিরাট মূর্ত্তি অতি মনোহর।
জনমিবে মম দেহে শাক অনুপম,
পরম সুমিষ্ট খাদ্য শ্যামল সুন্দর ॥

যে অবধি মেঘদল না বর্ষিবে জল,
জগতের প্রাণীগণ ধরিবে জীবন।
ভক্ষি সেই শাকোত্তম সুন্দর শ্যামল,
শাকম্ভরী নামে মোরে করিবে কীর্ত্তন ॥

সেই অনাবৃষ্টিকালে বধিব সমরে,
দুর্গ নাম মহাসুর অতি বলাধার।
আনন্দিত দেবগণ কৃতজ্ঞ অন্তরে,
দুর্গানাম ত্রিভুবনে করিবে প্রচার ॥

নগেন্দ্র শিখরে আমি পুনঃ অবতরি,
উদ্ধারিব মুনিগণ রাক্ষস পীড়িত।
বধিব রাক্ষসগণ ভীমরূপ ধরি,
ভীমাদেবী নামে আমি হইব ঘোষিত ॥

অরুণাখ্য মহাসুর ঘোর উৎপীড়নে,
ত্রাসিত করিবে যবে নিখিল ভুবন।
বেষ্টিত হইয়া আমি ষট্‌পদগণে,
ভ্রমর আকারে দৈত্য করিব নিধন ॥

অসুরের উৎপীড়নে হইয়া উদ্ধার,
ভ্রামরী বলিয়া সবে করিবে কীর্ত্তন।
এই মতে যবে হবে পাপের বিস্তার,
নানারূপ ধরি ধর্ম্ম করিব রক্ষণ ॥

দেব্যুবাচ।

এইরূপ স্তবে নিত্য যেই আত্মবান্,
শুদ্ধ মনে মম পূজা করে অনুষ্ঠান।
তাহার সমস্ত বাধা করিব মোচন,
যথা নাশে অন্ধকার সহস্র কিরণ।

মধু কৈটভের বধ মহিষ নিধন,
শুম্ভ নিশুম্ভের বধ অপূর্ব্ব কথন।
ভক্তি পূর্ণ ভাবে যেই শুনে এক মনে,
অষ্টমী নবমী কিংবা চতুর্দ্দশী দিনে।
পাপ তাপ দরিদ্রতা স্বজন বিয়োগ,
নাহি স্পর্শে তারে নিত্য করে সুখ ভোগ ॥

শত্রু দস্যু রাজভয় দাবাগ্নি প্লাবন,
শস্ত্রাঘাত নাহি তারে করে উৎপীড়ন।
আমার মাহাত্ম্য গাথা, শক্তি-বিবরণ,
ভক্তিমনে অধ্যয়ন করিলে শ্রবণ।
মহামারী সমুদ্ভব বিপদ অশেষ,
ত্রিবিধ সন্তাপ রাশি হইবে নিঃশেষ॥

আমার মাহাত্ম্য কথা অমৃত সিঞ্চন,
যেই গৃহে প্রতিদিন হইবে কীর্ত্তন।
তথায় আমার বাস জানিবে নিশ্চয়,
শোক তাপ নাহি করে প্রবেশ তথায়॥

যজ্ঞ পূজা হোমকালে আনন্দ উৎসবে,
আমার চরিত কথা পড়িবে শুনিবে।
পূজা কালে মম শক্তি করিলে কীর্ত্তন,
প্রফুল্ল অন্তরে পূজা করিব গ্রহণ॥

শরতের সমাগমে দুর্গা পূজা কালে,
আমার মাহাত্ম্য কথা কীর্ত্তন করিলে।
মানবের শোক তাপ হ'বে বিদূরিত,
ধন ধান্য পুত্রগণে হইবে বেষ্টিত॥

সমর প্রাঙ্গণে মম শকতি বিস্তার,
অসুরের পরাভব ধর্ম্মের প্রচার।

রণস্থলে স্থিরচিত্ত নির্ভীক হৃদয়,
শুনিলে মানব মন হইবে নির্ভয় ॥

আমার মাহাত্ম্য কথা শুনে যেই জন,
শত্রুক্ষয় হয় তার বাড়ে যশোধন।
উপদ্রবে শান্তিকার্য্য—দুঃস্বপ্ন দর্শনে,
গ্রহ পীড়া উপস্থিতে সমাহিত মনে।
আমার মাহাত্ম্য কথা করিলে কীর্ত্তন,
দুঃস্বপ্নাদি উপদ্রব হয় উপশম ॥

বালকের মাতৃরিষ্টি হয় তিরোহিত,
প্রতিদ্বন্দ্বি মধ্যে শান্তি পুনঃ অধিষ্ঠিত।
পাঠ মাত্র মম গীত মুনি বিরচিত,
দুর্বৃত্ত গণের তেজ হয় তিরোহিত ॥

রাক্ষসের ইন্দ্রজাল ভৌতিক উৎপাত,
পৈচাশিক বিভীষিকা হইবে নিপাত।
সম্বৎসর প্রতিদিন কুসুম চন্দনে,
ধূপ দীপে মম পূজা করিলে যতনে,

ব্রাহ্মণ ভোজন আর যজ্ঞ হোম দানে
ইহাতে আমার প্রীতি যেই পরিমাণে।
সেইরূপ প্রীতি মম হ'বে সমুদ্ভূত,
মম কীর্ত্তি একবার যদি হয় শ্রুত ॥

আমার উৎপত্তি কথা করিলে শ্রবণ,
মানবের পাপ রাশি হয় বিমোচন।
লভয়ে আরোগ্য, হয় বল সঞ্চারিত,
প্রাণীগণ হ'তে ভয় হয় বিদূরিত ॥

যুদ্ধকালে দৈত্যগণ নিধন আখ্যান,
শুনিলে অরাতি ভয় হয় অন্তর্দ্ধান।
যেই অনুত্তম স্তবে হে অমরগণ!
আমার মাহাত্ম্য কথা করিলে কীর্ত্তন।

প্রজাপতি নারদাদি ব্রহ্মা ঋষিগণ,
যেই স্তোত্রে মম কীর্ত্তি করিলা ঘোষণ।
সেই স্তব এক মনে করিলে শ্রবণ,
ধর্ম্ম বিষয়িণী বুদ্ধি হয় উদ্দীপন ॥

দস্যুগণ পরিবৃত অরণ্য কান্তারে,
প্রজ্বলিত দাবানলে অরাতি মাঝারে।
মহা বনে আক্রমিত কেশরী শার্দ্দূলে,
ক্রুদ্ধ নরপতি দ্বারা আবদ্ধ শৃঙ্খলে।

বধ্য-ভূমে নিপীড়িত ভীষণ উৎপাতে,
মহার্ণবে বিচলিত তুঙ্গ উর্ম্মিঘাতে।
শস্ত্রপাতে মহাভীত দারুণ সংগ্রামে,
শোকে রোগে মহাক্লিষ্ট জর্জ্জরিত প্রাণে।

আমার মাহাত্ম্য কথা করিলে শ্রবণ,
সর্ব্বাপদে রক্ষা পাবে নরদেব গণ ॥

অপূর্ব্ব প্রভাব ধরে মম. চরিত কথন,
সিংহ ব্যাঘ্র দস্যুগণ করে ডরে পলায়ন।

ঋষি রুবাচ।

নীরবিলা মহেশ্বরী, নীরবে যেমতি
গভীর জীমূত মন্দ্র শব্দিত অম্বরে।
দেখিতে দেখিতে সেই দেবতা সাক্ষাতে
ভীমা চণ্ডিকা দেবী হইলা অন্তর্দ্ধান।
পশিলা কি দিনকর হিমচলান্তরে,
কিম্বা স্থিরা সৌদামিনী নবীন নীরদে।
মহাশত্রু বিনিপাতে নির্ভয় হৃদয়ে,
সুরেন্দ্রাদি দেবগণ লভিলা জগতে
নিজ নিজ অধিকার, দেব যজ্ঞাভাগ,
আনন্দে পূরিল আজি অমর ভবন।
মহাবলবান শুম্ভ প্রবল নিশুম্ভ,
সহমুখ্য সেনাপতি নিহত সংগ্রামে
হেরি বিষাদিত দৈত্য অবশিষ্ট সেনা,
প্রবেশ করিল সবে গভীর পাতালে ॥
নিত্যা রূপে অধিষ্ঠিতা জগত জননী,
পুনঃপুন অবতরি অবনী মণ্ডলে,

দলিয়া দনুজদল নৃপতি নন্দন,
পালন করিছে বিশ্ব আপন বিক্রমে।
শক্তি রূপা সেই দেবী সৃজিয়া জগৎ,
আবরিলা প্রাণীগণ স্বীয় মায়াজালে,
সন্তুষ্টা যাহার প্রতি সেই মহাদেবী,
ধনজন সুখ মান তার ভাগ্যে ফলে।
মহা প্রলয়ের কালে সেই মহাদেবী,
ব্যাপিয়া সকল বিশ্ব কালরূপ ধরি,
ব্রহ্মা হতে তৃণরাশি করেন ভক্ষণ,
পুন নিজ শক্তি বলে করেন সৃজন,
সৃজিয়া জগত দেবী করেন রক্ষণ,
অথচ তাঁহার নাই উৎপত্তি মরণ।
অভ্যুদয়ে লক্ষ্মীরূপে ধনবান গৃহে,
ধন জন সম্পদ করেন প্রদান,
বিনাশিয়া সর্ব্ব সুখ অভাবের কালে
অলক্ষ্মী রূপেতে তিনি হন অধিষ্ঠান।
পুষ্প গন্ধে যেই মাকে করিবে অর্চ্চন,
সৌভাগ্য সম্পদ পুত্র লভে সেই জন॥

ঋষিরুবাচ।

যেই শক্তি অলক্ষিত,
ধরে বিশ্ব অবিরত,

তাঁহার চরিত কথা অতি অনুপম।
বিস্তারিয়া বিবরণ,
করিলাম সংকীর্ত্তন,
তব জ্ঞানোদয় জন্য নৃপতি নন্দন॥

যেই মায়া নিরুপমা,
মোহিছে জগত জনা,
তারি মন্ত্রে মুগ্ধ বৈশ্য তুমি নরোত্তম।
লভিলে তাঁহারি দয়া,
বিমুক্ত হইবে মায়া,
পাইবে সকল ফল অতি অনুপম॥

অতএব নৃপমণি,
শুন মম হিত্ বাণী,
ভক্তিভাবে কর পূজা সেই ত্রিনয়নী।
পাইবে সকল পদ,
রাজ্যধন সুসম্পদ,
যদি দয়া করে দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী॥

নবম সর্গ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাজ্য নাশে ক্ষুণ্ণ মতি,
সুরথ নরাধিপতি,
সংসারে বৈরাগী সেই বৈশ্য মহাজন।
শুনি মেধস বচন,
বন্দি তাঁর শ্রীচরণ,
তপস্যা কারণে বনে করিলা গমন॥

পবিত্র নদী পুলিনে,
বসি তীব্র যোগাসনে,
একমনে দেবী সূক্ত করিলা জপন।
নির্ম্মল নদীর তীরে,
পুষ্পপত্র পূত নীরে,
দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি করিলা পূজন॥

বন ফল মূলাহারে,
কখন বা নিরাহারে,
আরম্ভিলা মহাব্রত অতীব ভীষণ।
নিরোধিয়া দেহ মন,

পূজিলা দেবী-চরণ,
বলিরূপে নিজ রক্ত করিলা অর্পণ ॥

তিনবর্ষ এই মত,
পূজে দোঁহে অবিরত,
পরিতুষ্টা মহাদেবী দিলা দরশন।
হেরি কষ্ট দোঁহাকার,
দয়া উপজিল মা'র,
প্রত্যক্ষ হইয়া চণ্ডী বলিলা বচন ॥

দেব্যুবাচ।

তুষ্টা আমি তবার্চ্চনে বৈশ্য নৃপোত্তম,
অভীপ্সিত বর মাগ দিব এইক্ষণ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

দেবীর অনুজ্ঞা শুনি আনন্দিত মন,
মাগিল অভীষ্ট বর সুরথ ভূপতি।
ইহজন্মে রাজ্য প্রাপ্তি অরাতি নিধন,
পরজন্মে রাজ্য ভোগ অক্ষুণ্ণ বিভূতি ॥

সংসার বৈরাগ্য পূর্ণ বৈশ্য মহাজন,
পুত্র কলত্রাদি প্রতি বিতৃষ্ণ হৃদয়।
যাচিল বিমুক্তি-বর সংসার বন্ধন,
নির্ব্বাণ পরম পদ তত্ত্ব জ্ঞানোদয় ॥

দেব্যুবাচ।

পাইবে তোমার রাজ্য নৃপ নরোত্তম,
স্বল্পদিনে তব শত্রু হইবে নিহত।
দেহান্তরে সূর্য্য হতে লভিয়া জনম,
সাবর্ণি নামেতে তুমি হইবে বিখ্যাত॥

তোমার অভীষ্ট বর বণিক নন্দন,
প্রদান করিলাম আমি মনে প্রফুল্লিত।
লভিবে অচিরে তুমি তত্ত্ব জ্ঞানোত্তম,
নির্ব্বাণ পরম পদ অমন্ত বাঞ্ছিত॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উভয় বাঞ্ছিত বর,
প্রদানিয়া অতঃপর,
ভক্তি সংপূজিতা দেবী করিলা গমন।
স্থরথ নৃপ প্রধান,
লভি নিজ মনস্কাম,
জগতে সাবর্ণি নাম করিলা ধারণ॥

দেবী মাহাত্ম্য সমাপ্ত॥

শুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং